ই-অগ্রণী দর্পণ

২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা অক্টোবর ২০২০

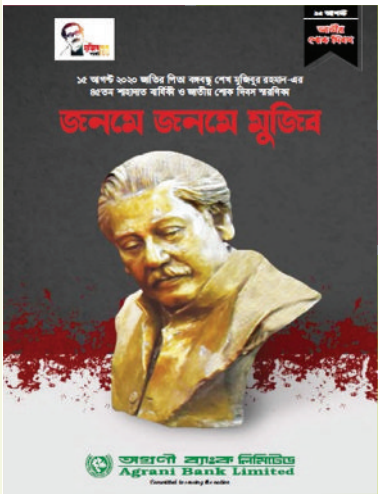

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড
Agrani Bank Limited
Committed to serving the nation

www.agranibank.org

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড

দেশ ও জাতির সেবায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

পরিচালনা পর্ষদ

ড. জায়েদ বখ্‌ত
চেয়ারম্যান

মাহমুদা বেগম
পরিচালক
(অবসর ২৪.৯.'২০)

কাশেম হুমায়ূন
পরিচালক

ড. মো. ফরজ আলী
পরিচালক

কেএমএন মঞ্জুরুল হক লাবলু
পরিচালক

খোন্দকার ফজলে রশিদ
পরিচালক

তানজিনা ইসমাইল
পরিচালক
(যোগদান ১৫.৯.'২০)

মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও

ই-অগ্রণী দর্পণ

প্রধান উপদেষ্টা

মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও

উপদেষ্টামন্ডলী

মো. আনিসুর রহমান
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক

মো. রফিকুল ইসলাম
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক

নিজাম উদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরী
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অবসর ১০.৮.'২০)

মো. ওয়ালি উল্লাহ
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক

মো. আবদুস সালাম মোল্যা
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক

মাহমুদুল আমিন মাসুদ
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অবসর ২০.১০.'২০)

সম্পাদনা টিম

প্রধান সম্পাদক

সুকান্তি বিকাশ সান্যাল
চেয়ারম্যান (মহাব্যবস্থাপক/অব.)
অগ্রণী ব্যাংকের ইতিহাস প্রণয়ন ও আরকাইভস গঠন টিম

উপ-প্রধান সম্পাদক

হোসাইন ঈমান আকন্দ
মহাব্যবস্থাপক (ক্যামেলকো)

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক

জাকির হোসেন
উপ-মহাব্যবস্থাপক
পাবলিক রিলেশনস ডিভিশন

সম্পাদক

আল আমিন বিন হাসিম
সদস্য সচিব
অগ্রণী ব্যাংকের ইতিহাস প্রণয়ন ও আরকাইভস গঠন টিম

সহকারি সম্পাদক টিম

মো. সাকায়েত উল্যাহ
প্রিন্সিপাল অফিসার

মো. মাহমুদুল হক
প্রিন্সিপাল অফিসার

মোহাম্মদ শাকির হোসেন খান
প্রিন্সিপাল অফিসার

ইসরাত ইরিন
সিনিয়র অফিসার

খন্দকার মফিজুল ইসলাম
সিনিয়র অফিসার

এস এম আল-আমিন
অফিসার(ক্যাশ)

প্রকাশনায় : স্পেশাল স্টাডি সেল, পাবলিক রিলেশনস ডিভিশন, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ২৫/এ দিলকুশা (আলামিন সেন্টার, ফ্লোর-১৩), ঢাকা
ফোন +৮৮ ০২-৯৫১৫২৮৫, ssc@agranibank.org, ssc.agranibank@gmail.com, www.eagranidarpon.org

সূচীপত্র

অগ্রণী পরিক্রমা

পৃষ্ঠা ৬- জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে অগ্রণী ব্যাংকের শ্রদ্ধাঞ্জলি
৭- জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে অগ্রণী ব্যাংকের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি
৭- জাতীয় শোক দিবসে বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ
৭- মৌলভীবাজার হাসপাতালে Oxygen Concentrator প্রদান
৮- মহাব্যবস্থাপক পদে ৭ জনের পদোন্নতি
৯- অগ্রণী ব্যাংকের ৯৫৮তম শাখা উদ্বোধন

মুজিব জন্মশতবর্ষে বিশেষ প্রকাশনা

পৃষ্ঠা ১০- 'জনমে জনমে মুজিব'-এর জাতীয় শোক দিবস সংখ্যা প্রকাশিত

সম্মেলন

পৃষ্ঠা ১১- ওয়েবিনার: 'অর্থনৈতিক উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর অবিস্মরণীয় অবদান'
১২- অগ্রণীয়ানদের ভার্চুয়াল মহাসম্মেলন ২০২০
১৩- ওয়েবিনার: সিএমএসএমই খাতে প্রণোদনা বাস্তবায়নে সভা
১৩- মাসিক অ্যালকম সভা অনুষ্ঠিত
১৩- করোনায় ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজ বিতরণে সভা
১৪- অর্ধবার্ষিকী সমাপনী সাফল্য: সার্কেল ও কর্পোরেট শাখা প্রধানদের সাথে সভা
১৪- সিলেট সার্কেলের অঞ্চল প্রধানদের সাথে সভা
১৫- খুলনা সার্কেলের অঞ্চল প্রধানদের সাথে সভা
১৫- বরিশাল সার্কেলের অঞ্চল প্রধানদের সাথে সভা

পরিচালনা পর্ষদের সভা

পৃষ্ঠা ১৫- পরিচালনা পর্ষদের ভার্চুয়াল সভা

বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম)

পৃষ্ঠা ১৬- অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড-এর ১৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা
১৭- অগ্রণী এসএমই ফাইন্যান্সিং কোম্পানীর ৯ম বার্ষিক সাধারণ সভা
১৮- অগ্রণী ইক্যুইটি এন্ড ইনভেস্টমেন্টের ১০ম বার্ষিক সাধারণ সভা

ট্রেনিং ও কর্মশালা

পৃষ্ঠা ১৮- এবিটিআই-তে ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ কর্মশালা

চুক্তি সমূহ

পৃষ্ঠা ১৯- অগ্রণী ব্যাংক ও বিকাশ লিমিটেড এর মধ্যে দ্বিমুখী সেবার চুক্তি
১৯- অগ্রণী ব্যাংক ও মাইডাস ফিন্যান্সিং এর চুক্তি

শোক সংবাদ

পৃষ্ঠা ২০- করোনায় উৎসর্গীকৃত অগ্রণীর যোদ্ধা
২০- জুলাই- সেপ্টেম্বর কোয়ার্টারে আমরা যাদেরকে হারিয়েছি

সাফল্য সংবাদ

পৃষ্ঠা ২১- যোগ্য নেতৃত্বে অগ্রণী ব্যাংকের অভাবনীয় রেমিট্যান্স সাফল্য
২২- রেমিট্যান্স পুরস্কার পেলেন ১৭জন কর্মকর্তা

বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি

পৃষ্ঠা ২২- গোলটেবিল বৈঠক: বাংলাদেশের সব ব্যাংকে দেশীয় সিবিএস ব্যবহার নিশ্চিতের তাগিদ

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

পৃষ্ঠা ২৪- বঙ্গবন্ধু কর্নারের স্বাগত সংগীত
২৪- ভয়কে করো জয়
২৫- লৌকিক স্ফূরণ
২৬- মা

স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া

পৃষ্ঠা ২৮- ব্যাংকিং পেশায় করোনা সচেতনতা

স্মৃতির আরকাইভস

পৃষ্ঠা ২৮- স্মৃতিময় অগ্রণী ব্যাংক আরকাইভস থেকে

ফটোগ্যালারি

পৃষ্ঠা ২৯- মুজিব জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে শোকাবহ আগস্ট মাসে অগ্রণী ব্যাংকের প্রতিটি শাখায় ১০টি করে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির ছবি

সম্পাদকীয়

বাংলার সহজ-আবাদী মাটি, শক্তিময় মাতৃভাষা এবং তার মর্যাদা রক্ষায় প্রাণোৎসর্গের দৃষ্টান্ত, বিশ্বোজ্জ্বল বহুরৈখিক প্রতিভা রবীন্দ্রনাথ, মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য পৃথিবীতে সর্বোচ্চ সংখ্যক শহীদ এবং বঙ্গবন্ধুর মতো কালজয়ী নেতাকে জাতির পিতা হিসেবে পাওয়া বাঙালির এক বিরল বিশ্বজনীন বিষয়। বিশ্বমানবতার অকৃত্রিম বন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মানবিক পরশে বাঙালি জাতি সমৃদ্ধ ও গৌরবান্বিত। দেশি-বিদেশি স্বার্থান্বেষী চক্র তাকে হত্যা করলেও তার আদর্শকে ম্লান করতে পারেনি। বাঙালির হৃদয়ে চির-জাগরুক মুজিব বিশ্বের একজন সমাদৃত ও আলোময়ী পুরুষ। মহান পিতার প্রতি অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর ১৩ হাজার সদস্যের বিনম্র শ্রদ্ধা।

অগ্রণী ব্যাংক করোনার প্রকোপকে সামাল দিয়ে মুজিব জন্মশতবর্ষে বছরব্যাপী কর্মসূচি পালন করে আসছে। ব্যাংকের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত-এর নেতৃত্বে প্রো-এ্যাকটিভ পর্ষদ এ ব্যাপারে অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করছেন। 'বঙ্গবন্ধু কর্নার' এর নন্দিত উদ্ভাবক মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের বহুমাত্রিক কর্মসূচি গ্রহণ করে যাচ্ছেন।

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসে ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদনসহ বঙ্গবন্ধুর ৪৫তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে অগ্রণী ব্যাংক কর্তৃক পূর্ব প্রকাশিত 'জনমে জনমে মুজিব' স্মরণিকার দ্বিতীয় আরেকটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। মুজিব জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে স্বেচ্ছায় রক্তদান, সিঙ্গাপুরের প্রবাসীদের জন্য 'অগ্রণী রেমিট অ্যাপস' এর উদ্বোধন, ঋণগ্রহীতাদের স্বেচ্ছায় ঋণ পরিশোধে উদ্বুদ্ধকরণ এবং আদায়, প্রতিটি শাখা কর্তৃক ১০টি করে চারা রোপণ, করোনা ও বন্যায় হত-দরিদ্রদের সহায়তা প্রদান ইত্যাদি।

জুম ওয়েবিনার এর মাধ্যমে ৩১ আগস্টে অগ্রণীর ৩ হাজার স্টাফ মেম্বার যোগ দিয়ে 'অর্থনীতিতে বঙ্গবন্ধুর অবিস্মরণীয় অবদান' শীর্ষক আলোচনা এবং একযোগে জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব মো. আসাদুল ইসলাম, অর্থনীতিবিদ ড. জায়েদ বখ্‌ত সহ পর্ষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন। এসময় 'জনমে জনমে মুজিব' এর জাতীয় শোক দিবস সংখ্যার ভার্চুয়াল মোড়ক উন্মোচন করা হয়। স্মরণিকাটিতে দেশবরেণ্য কয়েকজন কবির কবিতাসহ অগ্রণীর লিখিয়েদের কবিতা ও প্রবন্ধ রয়েছে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম 'স্বাধীন বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধুর জাতীয়করণ কর্মসূচি' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। অগ্রণী ব্যাংকের ইতিহাস প্রণয়ন ও আরকাইভস গঠন টিম এর সদস্য সচিব আল আমিন বিন হাসিম লিখেছেন 'মুজিব জন্মশতবর্ষের অঙ্গীকার: অগ্রণী ব্যাংক হবে উদ্ভাবনের রূপকার'।

প্রায় ৩ হাজার নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর অংশগ্রহণে ১১ সেপ্টেম্বর জুম ওয়েবিনার-এ এক মহাসম্মেলনের উদ্বোধন করেন পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত। করোনাকালে সকল অগ্রণীয়ানকে এক কাতারে সামিল করে ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মকান্ডে গতিশীলতা আনতে সম্মেলনটি উজ্জীবনী ভূমিকা পালন করে। ড. জায়েদ বখ্‌ত করোনা পরিস্থিতিতে দৃঢ় মনোবল নিয়ে নৈতিকতা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করার জন্য সকল অগ্রণীয়ানকে সাধুবাদ জানান। মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম সবাইকে বস না হয়ে লিডার হতে বলেন এবং বঙ্গবন্ধুর দেয়া নাম অগ্রণী যেন সব সময় সবার অগ্রে থাকে সে লক্ষ্যে কাজ করার পরামর্শ প্রদান করেন।

বিকাশ লিমিটেড এবং অগ্রণী ব্যাংকের সাথে ২০ আগস্ট একটি দ্বিমুখী চুক্তি সম্পন্ন হয়। দেশের এক কোটিরও বেশি গ্রাহক বিকাশ থেকে অগ্রণীতে তার ব্যাংক হিসাবে অথবা অগ্রণীতে গ্রাহকের নিজ হিসাব থেকে বিকাশ-এ সহজেই টাকা স্থানান্তর করতে পারবেন। মাননীয় অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে উপস্থিত থেকে এ সেবাটি উদ্বোধন করেন।

জুলাই-সেপ্টেম্বর কোয়ার্টারে করোনা কেড়ে নিয়েছে আমাদের প্রিয় সহকর্মী এইচআরপিডিওডি-এর উপ-মহাব্যবস্থাপক গোলাম এরশাদ, কুমিল্লার বালুতুপা শাখার সিনিয়র অফিসার মো. আবুল কালাম আজাদ এবং ফেনীতে কর্মরত কেয়ারটেকার-১ মোহাম্মদ আবু সৈয়দকে। এছাড়াও বিভিন্ন ব্যাধিতে ইহকাল ত্যাগ করেছেন আরো ১০ জন অগ্রণীয়ান। তাদের সকলের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম এর গতিময় নেতৃত্বে অগ্রণী ব্যাংক আমানত, ঋণ, আমদানি-রপ্তানি, রেমিট্যান্স, মুনাফা, ঋণ আদায়, শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ হ্রাসে অভাবিত সাফল্য লাভ করেছে। তার প্রাণময় লিডারশিপে করোনাকালেও অগ্রণী ব্যাংক রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংক সমূহের মধ্যে গেল কোয়ার্টারে রেমিট্যান্স ও মুনাফায় প্রথম এবং ঋণ ব্যতিরেকে অন্য খাতগুলোতে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যাংকের অবস্থান ধরে রেখেছে যা নিয়ে প্রিন্ট ও ইলেকট্রোনিক মিডিয়া অবিরত প্রশংসায় মুখরিত।

অক্টোবর সংখ্যায় যাদের লেখা রয়েছে এবং যারা অকুণ্ঠ সহযোগীতা করছেন তাদেরকে ধন্যবাদ। ভবিষ্যতে ই-অগ্রণী দর্পণকে কীভাবে আরও সুন্দর ও সার্থকরূপে প্রকাশ করা যায় সেব্যাপারে সকলের সুপরামর্শ আমাদের পাথেয় হবে।

অগ্রণী পরিক্রমা

জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে অগ্রণী ব্যাংকের শ্রদ্ধাঞ্জলি

১৫ আগস্ট ২০২০, বঙ্গবন্ধুর ৪৫তম শাহাদাত বার্ষিকীতে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করছেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও। তার সঙ্গে রয়েছেন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকদ্বয়, উর্ধ্বতন নির্বাহী ও কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ সহ ব্যাংকের সকল সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

জাতীয় শোক দিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে ১৫ আগস্ট ২০২০ তারিখে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুস্পার্ঘ্য অর্পণ এর মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম। করোনা ভাইরাসের ভীতিকে উপেক্ষা করে সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি ও স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি এই মহান নেতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাতে এসময় উপস্থিত ছিলেন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আনিসুর রহমান এবং মো. রফিকুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক মো. মনোয়ার হোসেন এফসিএ, উপ-মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ, এক্সিকিউটিভ ফোরাম, অফিসার সমিতি, সিবিএ, মুক্তিযোদ্ধা সন্তান কমান্ডের নেতৃবৃন্দসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। বঙ্গবন্ধুর প্রতি সম্মান জানিয়ে তারা সকলে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন। একই দিনে অগ্রণী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে দিনব্যাপি কোরআনখানি, মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এছাড়াও অগ্রণী ব্যাংকের প্রতিটি সার্কেল, অঞ্চলে পৃথকভাবে যথাযথ মর্যাদায় জাতীয় শোক দিবসের কর্মসূচি পালন করা হয়।

> একই দিনে অগ্রণী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে দিনব্যাপি কোরআনখানি, মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে অগ্রণী ব্যাংকের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

অগ্রণী ব্যাংক ভবনের সম্মুখে বৃক্ষরোপণ করছেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে অগ্রণী ব্যাংকের উদ্যোগে আগস্ট মাসব্যাপী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের নির্দেশনায় দেশের প্রতিটি শাখায় ১০টি করে বৃক্ষরোপণ ও গ্রাহকদের মাঝে বিনামূল্যে চারা বিতরণ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় অগ্রণী ব্যাংকের প্রধান শাখা প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ করেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম। এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আনিসুর রহমান এবং মো. রফিকুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক মো. মনোয়ার হোসেন এফসিএ, মাহমুদুল আমিন মাসুদ, মো. মোজাম্মেল হোসেনসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ। এছাড়াও অগ্রণী ব্যাংকের প্রতিটি সার্কেল, অঞ্চল ও শাখায় ১০ টি করে বনজ ও ফলদ বৃক্ষের চারা রোপণ ও বিতরণ করা হয়। এসময় সংশ্লিষ্ট মহব্যবস্থাপক, উপ-মহাব্যবস্থাপক, শাখা ব্যবস্থপকসহ কর্মকর্তাবৃন্দ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশ নেন।

জাতীয় শোক দিবসে বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মহান আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ১৫ আগস্ট ২০২০ জাতীয় শোক দিবসে অগ্রণী ব্যাংকের পক্ষ থেকে সুনামগঞ্জে বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হয়। সুনামগঞ্জের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আবদুল আহাদের নিকট ১,০০০ প্যাকেট শুকনো খাবার হস্তান্তর করে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। ত্রাণ বিতরণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, অগ্রণী ব্যাংকের সিলেট পশ্চিম অঞ্চলের উপ-মহাব্যবস্থাপক আশিক এলাহী সহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

বন্যার্তদের মাঝে অগ্রণী ব্যাংক প্রদত্ত ত্রাণ বিতরণ করছেন সুনামগঞ্জের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আবদুল আহাদ।

মৌলভীবাজার হাসপাতালে Oxygen Concentrator প্রদান

অগ্রণী ব্যাংকের উদ্যোগে ৩০ জুন ২০২০, মৌলভীবাজার ২৫০ শয্যা হাসপাতালে করোনা রোগীদের চিকিৎসার জন্য ১২ লক্ষ টাকা মূল্যের ৪টি অত্যাধুনিক Oxygen Concentrator প্রদান করা হয়। মৌলভীবাজার অঞ্চল প্রধান আব্দুল লতিফের তত্ত্বাবধানে এসময় উপস্থিত ছিলেন পৌরসভার মেয়র ফজলুর রহমান, প্রভাতী ইন্সুরেন্সের সহ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক সানাউল ইসলাম সুয়েজ, হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. পার্থ সারথী দত্ত কানগো ও সিভিল সার্জন ডা. মো. তওহীদ আহমদ।

মৌলভীবাজার ২৫০ শয্যা হাসপাতালে অগ্রণী ব্যাংক ৪টি Oxygen Concentrator প্রদান করে।

মহাব্যবস্থাপক পদে ৭ জনের পদোন্নতি

এনামুল মাওলা

মো. সামসুল হক

এ কে এম শামীম রেজা

শামিম উদ্দিন আহমেদ

মো. ফজলে খোদা

হোসাইন ঈমান আকন্দ

মো. শামছুল আলম

অগ্রণী ব্যাংকের সার্বিক স্বার্থে অধিকতর অবদান রাখার লক্ষ্যে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ৭ জনকে উপ-মহাব্যবস্থাপক হতে মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি প্রদান পূর্বক নতুন কর্মস্থলে পদায়ন করেন। পদোন্নতিপ্রাপ্ত ৭ জনের পদায়নকৃত কর্মস্থল হলো এনামুল মাওলা- অডিট, মো. সামসুল হক- চট্টগ্রাম সার্কেল, এ কে এম শামীম রেজা- ময়মনসিংহ সার্কেল, শামিম উদ্দিন আহমেদ- রংপুর সার্কেল, মো. ফজলে খোদা- কুমিল্লা সার্কেল, হোসাইন ঈমান আকন্দ- ক্যামেলকো, বিএসইউসিডি প্রধান কার্যালয় এবং মো. শামছুল আলম- বৈদেশিক বাণিজ্য কর্পোরেট শাখা।

> ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম অগ্রণী পরিবারের পক্ষ থেকে পদোন্নতি প্রাপ্তদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান।

এই পদোন্নতি নির্বাহীগণের মেধা ও দক্ষতার স্বীকৃতি যা তাদের সামাজিক জীবনে নতুন মাত্রা যোগ করবে এবং একইসাথে তাদের নেতৃত্বে অগ্রণী ব্যাংক তার অভীষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যাবে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম অগ্রণী পরিবারের পক্ষ থেকে পদোন্নতি প্রাপ্তদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন।

অগ্রণী ব্যাংকের ৯৫৮তম শাখা উদ্বোধন

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আবদুর রাজ্জাক ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে টাঙ্গাইলের ধনবাড়িতে অগ্রণী ব্যাংকের ৯৫৮তম শাখার শুভ উদ্বোধন করেন

টাঙ্গাইলের ধনবাড়ী উপজেলায় ৫ আগস্ট ২০২০ অগ্রণী ব্যাংকের ৯৫৮ তম শাখা উদ্বোধন করা হয়। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আবদুর রাজ্জাক। তিনি বলেন, কৃষির উন্নয়নের মাধ্যমেই দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও টেকসই দারিদ্র্য বিমোচন করা সম্ভব। এটি করতে হলে গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে কৃষি ও অকৃষি উভয় খাতে উদ্যোক্তা তৈরি করার পাশাপাশি তাদেরকে সহযোগিতা করতে হবে। তাই উভয় খাতে উদ্যোক্তা তৈরিতে সহজ শর্তে ঋণ দিয়ে ব্যাংকগুলোকে আরো এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। কৃষিমন্ত্রী বলেন, এ অঞ্চলে দুগ্ধ শিল্পে অর্থায়নের সুযোগ রয়েছে। শিল্প-কারখানা ও প্রক্রিয়াকরণে অগ্রণী ব্যাংক ঋণ প্রদানের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিতে ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

> স্বল্প সুদে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করলেও আমাদের মুনাফায় কমতি হয়নি। দক্ষতার সঙ্গে ব্যাংক পরিচালনার মাধ্যমে অগ্রণী ব্যাংক সামনের সারিতেই থাকবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে ব্যাংকের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ মো. আনিসুর রহমান, মো. রফিকুল ইসলাম ও নিজাম উদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরী, ধনবাড়ী উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মো. হারুনার রশিদ হীরা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরিফা সিদ্দিকা, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বদিউল আলম মঞ্জু, সাধারণ সম্পাদক মীর ফারুক আহামদ, পৌর মেয়র খন্দকার মঞ্জুরুল ইসলাম তপন, ধনবাড়ী শাখার ব্যবস্থাপক আসাদুজ্জামান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ময়মনসিংহ সার্কেলের মহাব্যবস্থাপক মো. শফিকুর রহমান সাদিক।

ড. জায়েদ বখ্‌ত বলেন, গত কয়েক বছরের দক্ষতা ও প্রচেষ্টার কারণে অগ্রণীর খেলাপি ঋণের পরিমাণ ২৯ শতাংশ থেকে ১৪ দশমিক ৫ শতাংশে আমরা নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছি। পাশাপাশি ব্যাংকের অন্যান্য সূচকে বেশ ভালো অগ্রগতি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর এক অংকের সুদহার নির্দেশনা বাস্তবায়নে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। স্বল্প সুদে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করলেও আমাদের মুনাফায় কমতি হয়নি। দক্ষতার সঙ্গে ব্যাংক পরিচালনার মাধ্যমে অগ্রণী ব্যাংক সামনের সারিতেই থাকবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

টাঙ্গাইলের ধনবাড়ী অঞ্চলটি ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ জানিয়ে মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম বলেন, থানাটির পাশে গড়ে উঠতে যাচ্ছে জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল। এ অঞ্চলটি বাণিজ্যিক কৃষিতে অগ্রসরমাণ। বিদেশ থেকে প্রচুর রেমিট্যান্স আসবে। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কৃষিভিত্তিক উদ্যোক্তা তৈরিতে অগ্রণী ব্যাংকের এই নবগঠিত ধনবাড়ি শাখাটি কাজ করে যাবে বলে তিনি জানান।

মুজিব জন্মশতবর্ষে বিশেষ প্রকাশনা

‘জনমে জনমে মুজিব’-এর জাতীয় শোক দিবস সংখ্যা প্রকাশিত

১৭ মার্চ সংখ্যা ২০২০ ১৫ আগস্ট সংখ্যা ২০২০

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড বছরব্যাপী ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বঙ্গবন্ধু কর্নার এর নন্দিত উদ্ভাবক এবং অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম প্রণীত এসব কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি, সিঙ্গাপুর থেকে প্রবাসীদের জন্য ‘অগ্রণী রেমিট অ্যাপস’ উদ্বোধন, ঋণগ্রহীতাদের স্বেচ্ছায় ঋণ পরিশোধ করণ, প্রতিটি শাখা কর্তৃক ১০টি করে বৃক্ষরোপন, করোনায় ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ সহায়তা প্রদান ইত্যাদি।

> উল্লেখ্য ১৭ মার্চ জাতির পিতার জন্মদিবস এবং ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ‘জনমে জনমে মুজিব’ শীর্ষক দুটি স্মরণিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

শোকের মাস আগস্টের শেষ দিনে জুম ওয়েবিনার এর মাধ্যমে অগ্রণীর ৩,০০০ স্টাফ-মেম্বার যোগ দিয়ে ‘অর্থনীতিতে বঙ্গবন্ধুর অবিস্মরণীয় অবদান’ শীর্ষক আলোচনা করেছেন এবং একযোগে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। এই জুম সম্মেলনে পর্ষদের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত, সম্মানিত পরিচালকবৃন্দ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ একযোগে ‘জনমে জনমে মুজিব’ এর জাতীয় শোক দিবস সংখ্যাটির উদ্বোধন করেন।

উল্লেখ্য ১৭ মার্চ জাতির পিতার জন্মদিবস এবং ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ‘জনমে জনমে মুজিব’ শীর্ষক দুটি স্মরণিকা প্রকাশিত হয়েছে। এতে দেশবরেণ্য কবিদের কবিতা ও ছড়া সহ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে স্বরচিত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। স্মরণিকা দুটির সম্পাদনা করেছেন অগ্রণী ব্যাংকের ইতিহাস প্রণয়ন ও আরকাইভস গঠন টিম-এর সদস্য সচিব আল আমিন বিন হাসিম। প্রকাশিত স্মরণিকা দুটির লেখা ইতোমধ্যে অগ্রণী ব্যাংক ছাড়িয়ে বৃহত্তর ব্যাংকিং সেক্টর সহ দেশের সুধী মহলের প্রশংসা লাভ করেছে।

একটি উৎসাহব্যঞ্জক সংবাদ এই যে, বঙ্গবন্ধু অন্ত:প্রাণ মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম এর পরিকল্পনায় আরো রয়েছে বঙ্গবন্ধু ট্রাস্টের অনুমোদন সাপেক্ষে ব্যাংকের রঙিন জলীয় ফোয়ারার সামনে বঙ্গবন্ধুর বৃহদাকারের একটি আবক্ষ ভাস্কর্য স্থাপন।

সভা ও সম্মেলন

ওয়েবিনার: ‘অর্থনৈতিক উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর অবিস্মরণীয় অবদান’

শোকের মাসের সমাপনী দিবসে ‘অর্থনৈতিক উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর অবিস্মরণীয় অবদান’ শীর্ষক ওয়েবিনারে বক্তাদের একাংশ।

বঙ্গবন্ধু তার ঐতিহাসিক নেতৃত্ব দিয়ে বাঙালি জাতিকে একটি স্বাধীন ভূখন্ড উপহার দিয়েছেন, তেমনি এ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেও তিনি অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন। উদার ও গণতান্ত্রিক একটি জাতি রাষ্ট্রই যে অর্থনৈতিক ন্যায্যতা ও সামাজিক সমতা নিশ্চিত করতে পারে তা বঙ্গবন্ধু গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। এজন্য স্বাধীনতার পর দারিদ্রের কদর্য কষাঘাত থেকে মানুষকে মুক্ত করতে তিনি গরিব-দুঃখী হিতৈষী অর্থনৈতিক নীতি অনুসরণ করেন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে শোকের মাসের শেষ দিবসে ৩১ আগস্ট ২০২০ তারিখে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড আয়োজিত ‘অর্থনৈতিক উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর অবিস্মরণীয় অবদান’ শীর্ষক এক ওয়েবিনার আলোচনা সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন। Zoom Webinar এর মাধ্যমে ভার্চুয়াল এই আলোচনায় অগ্রণী ব্যাংকের প্রায় তিন হাজার নির্বাহী ও কর্মকর্তা-কর্মচারী যুক্ত ছিলেন। সভা শেষে ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট শাহাদাত বরণকারী জাতির পিতা ও তার পরিবারের সদস্যবৃন্দের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

> সভা শেষে ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট শাহাদাত বরণকারী জাতির পিতা ও তার পরিবারের সদস্যবৃন্দের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব মো. আসাদুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে আলোচনা সভার উদ্বোধন করেন। তিনি করোনা পরিস্থিতিতে এ ধরনের আয়োজন করে এতো সংখ্যক ব্যাংকারকে সম্পৃক্ত করতে পারায় অগ্রণী ব্যাংকের প্রশংসা করেন এবং বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ‘বঙ্গবন্ধু কর্নার’ এর উদ্ভাবনের জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলামের ভূয়সী প্রশংসা করেন। একই সঙ্গে করোনাকালীন বিশেষ পরিস্থিতিতে ব্যাংকারদের প্রশংসা করে তিনি বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও দর্শন অনুযায়ী দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করার পরামর্শ দেন।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর অবদান ও তার দূরদর্শী স্বপ্নের বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে মুখ্য আলোচক অগ্রণী ব্যাংকের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত বলেন ‘বঙ্গবন্ধু রাজনীতির মহাকবিই নন, তিনি একজন মহান অর্থনীতিবিদ। বিশেষ আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক মাহমুদা বেগম, কাশেম হুমায়ূন, ড. মো. ফরজ আলী, কেএমএন মঞ্জুরুল হক লাবলু, খন্দকার ফজলে রশিদ এবং যুক্ত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও পর্ষদের পর্যবেক্ষক লীলা রশীদ। উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আনিসুর রহমানের সভাপতিত্বে আলোচনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. রফিকুল ইসলাম।

মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম তার বক্তব্যে মুজিব জন্মশতবর্ষ ও শোকাবহ আগস্ট মাসে ব্যাংকটির গৃহীত কর্মসূচির উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়নে সকলে একসাথে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। বাংলাদেশকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধিশালী দেশে পরিণত করতে পারলেই বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা সম্ভব হবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

ভার্চুয়াল এ আলোচনা সভায় যুক্ত ছিলেন সকল মহাব্যবস্থাপক, বিভাগীয় প্রধান, সার্কেল সচিবালয়ের উপ-মহাব্যবস্থাপক এবং সহকারী মহাব্যবস্থাপক, অঞ্চল প্রধান, কর্পোরেট শাখা ও এডি শাখা প্রধান এবং শাখা ব্যবস্থাপকগণ। অগ্রণী ব্যাংক জিএম’স ক্লাব, এক্সিকিউটিভ ফোরাম, অফিসার সমিতি, কর্মচারী সংসদ (সিবিএ) এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ডের প্রতিনিধিবৃন্দ ভার্চুয়াল এ সভায় যুক্ত ছিলেন। এছাড়াও সভায় বিভিন্ন সার্কেলের বেশ কয়েকজন গ্রাহকসহ অগ্রণী এসএমই ফাইন্যান্সিং কোম্পানী লিমিটেড, অগ্রণী ইক্যুইটি এন্ড এক্সচেঞ্জ কোম্পানী লিমিটেড, অগ্রণী দুয়ার ব্যাংকিং এর প্রধান নির্বাহী সহ এর বিভিন্ন শাখার ব্যবস্থাপক ও দ্বিতীয় কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

অগ্রণীয়ানদের ভার্চুয়াল মহাসম্মেলন ২০২০

১১ সেপ্টেম্বর ২০২০ অনুষ্ঠিত অগ্রণীয়ানদের ভার্চুয়াল মহাসম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ।

ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মকান্ডে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে অগ্রণী ব্যাংকের নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উজ্জীবিত করতে ১১ সেপ্টেম্বর ২০২০ Zoom Webinar এর মাধ্যমে অগ্রণীয়ানদের এক মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ভার্চুয়াল এই সম্মেলনে ব্যাংকটির প্রায় ৩ হাজার নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারী সংযুক্ত ছিলেন। অগ্রণী ব্যাংকে এতো ব্যাপক পরিসরে এ ধরনের ভার্চুয়াল মহাসম্মেলনের আয়োজন এই প্রথম যা দেশের ব্যাংকিং সেক্টরেও বিরল। পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। তিনি করোনা পরিস্থিতিতে এ ধরনের আয়োজন করে এত সংখ্যক অগ্রণীয়ানদের সম্পৃক্ত করতে পারায় ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলামের প্রশংসা করেন। সেই সাথে করোনাকালীন পরিস্থিতিতে ব্যাংকারদের সাধুবাদ জানিয়ে তিনি নৈতিকতা, নিষ্ঠা ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করার মাধ্যমে ব্যাংকের সকল ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সবাইকে একসাথে কাজ করার পরামর্শ দেন। এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে আলোচনায় অংশ নেন পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সদস্য মাহমুদা বেগম, কাশেম হুমায়ূন, ড. মো. ফরজ আলী, কেএমএন মঞ্জুরুল হক লাবলু এবং খন্দকার ফজলে রশিদ। উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আনিসুর রহমানের সভাপতিত্বে আলোচনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. রফিকুল ইসলাম। স্বাগত বক্তব্যে মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম সবাইকে বস্ না হয়ে লিডার হতে বলেন এবং বঙ্গবন্ধুর দেয়া নাম অগ্রণী যেন সবসময় সবার অগ্রে থাকে সে লক্ষ্যে কাজ করার পরামর্শ দেন।

অনুষ্ঠানে যুক্ত ছিলেন সকল মহাব্যবস্থাপক, সার্কেল প্রধান, উপ-মহাব্যবস্থাপক, সহকারী মহাব্যবস্থাপক, বিভাগীয় প্রধান, অঞ্চল প্রধান, কর্পোরেট শাখা প্রধান ও সেকশন ইনচার্জ, সকল শাখার ব্যবস্থাপক ও দ্বিতীয় কর্মকতা, ২৮০ টি এজেন্ট ব্যাংকিং পয়েন্ট, মালেশিয়াস্থ অগ্রণীর সাবসিডিয়ারি কোম্পানির ৬টি শাখা, সিঙ্গাপুরস্থ সাবসিডিয়ারি কোম্পানির ৪টি শাখা, কানাডাস্থ সাবসিডিয়ারি কোম্পানির সিইও, অগ্রণী ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডোর ১৫টি শাখা, অগ্রণী এসএমই ফাইন্যান্সিং কোম্পানি লিমিটেডের ৫০টি শাখার ব্যবস্থাপক ও দ্বিতীয় কর্মকর্তা এবং অগ্রণী ইক্যুইটি এন্ড ইনভেস্টমেন্টের নির্বাহীগণ এবং ব্যাংকের নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

ওয়েবিনার: সিএমএসএমই খাতে প্রণোদনা বাস্তবায়নে সভা

কোভিড-১৯ এ বিপর্যস্ত সিএমএসএমই খাতকে গতিশীল করার লক্ষ্যে সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক ঘোষিত আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজ দ্রুত বাস্তবায়ন বিষয়ক এক ওয়েবিনার সভা আয়োজন করা হয়। ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক আয়োজিত এই ওয়েবিনারে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক আবু ফারাহ মো. নাসের। তিনি প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নের উপর গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা দেন। অগ্রণী ব্যাংকের ভাবমূর্তি অক্ষুন্ন রাখতে সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের সম্পূর্ণ অংশই নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বাস্তবায়নের আশা প্রকাশ করেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম। ওয়েবিনারে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আনিসুর রহমান, মহাব্যবস্থাপক ও সিএফও মো. মনোয়ার হোসেন, সকল বিভাগীয় প্রধান, কর্পোরেট শাখা প্রধান এবং অঞ্চল প্রধানগণ অংশগ্রহণ করেন।

১৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ সিএমএসএমই খাতে প্রণোদনা বাস্তবায়ন শীর্ষক ওয়েবিনার- এর অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

মাসিক অ্যালকম সভা অনুষ্ঠিত

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর Asset- Liability Management কমিটির সেপ্টেম্বর ২০২০ ভিত্তিক মাসিক ALCOM সভা ২৯ সেপ্টেম্বর ব্যাংকের বোর্ড রুমে অনুষ্ঠিত হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম এর সভাপতিত্বে সভায় উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকদ্বয় মো. আনিসুর রহমান, মো. রফিকুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ এবং ALCOM এর সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। সভায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও ব্যাংকের Asset- Liability Management সহ অন্যান্য বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। এছাড়াও তিনি সরকারের কোভিড-১৯ প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদানের জন্য নির্দেশনা দেন।

করোনায় ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজ বিতরণে সভা

করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশিত ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজ সুবিধা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সঠিকভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৬ জুলাই ২০২০, এক ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম সংশ্লিষ্ট সকলকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ক্ষতিগ্রস্তদের প্রণোদনা প্যাকেজ বিতরণের জন্য দিকনির্দেশনা দেন। বিশেষ করে এসএমই খাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়িরা যেন সঠিকভাবে প্রণোদনা গ্রহণ করতে পারেন সেদিকে খেয়াল রাখতে তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। সভায় উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আনিসুর রহমানের সভাপতিত্বে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. রফিকুল ইসলাম, নিজাম উদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরী, মহাব্যবস্থাপক মো. মনোয়ার হোসেন-এফসিএ, মো. আবদুস সালাম মোল্যা, জহরলাল রায়, শেখর চন্দ্র বিশ্বাস, আব্দুল্লাহ আল মামুন নিজ নিজ বক্তব্য তুলে ধরেন। এসময় সকল সার্কেল মহাব্যবস্থাপক ও প্রধান কার্যালয়ের ক্রেডিট পলিসি এন্ড রিস্ক ম্যানেজমেন্ট (সিপিসিআরএমডি), এসএমই, রুরাল ক্রেডিট, বিএসইউসিডি ডিভিশনের প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

অর্ধবার্ষিকী সমাপনী সাফল্য: সার্কেল ও কর্পোরেট শাখা প্রধানদের সাথে সভা

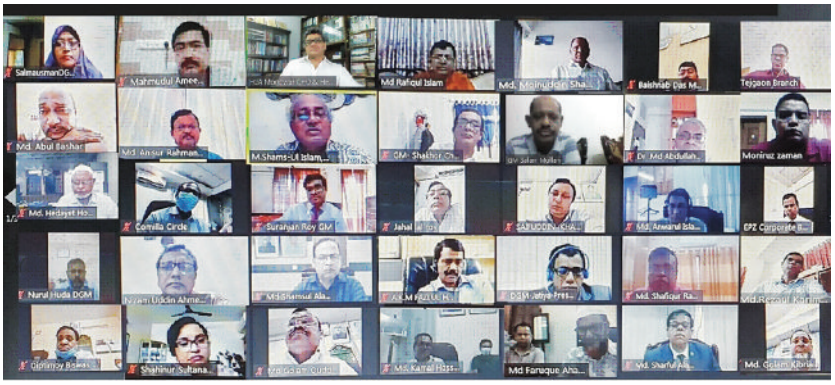

৪ জুলাই ২০২০ সকল সার্কেল ও কর্পোরেট শাখা প্রধানদের ভার্চুয়াল সভার দৃশ্য

অর্ধবার্ষিকীতে সমাপনী সাফল্য এবং ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রা ধরে রাখতে ৪ জুলাই ২০২০ ব্যাংকের সকল সার্কেল ও কর্পোরেট শাখা প্রধানদের সঙ্গে এক ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সভাপতি ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম অঞ্চল প্রধান ও কর্পোরেট শাখা প্রধানগণকে সরকার ঘোষিত প্রণোদনা বিতরণের বিষয়ে সঠিক পদক্ষেপ অনুসরণের দিকনির্দেশনা দেন। তিনি ডিসেম্বর ২০২০ সমাপনীতে ব্যাংকের আরো বেশী মুনাফা অর্জনের জন্য বিশেষ তাগিদ ও কঠোর নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়াও কোভিড-১৯ এর কারণে ব্যাংকের গ্রাহক যেন সেবা থেকে বঞ্চিত না হন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশিত স্বাস্থ্যবিধি সঠিকভাবে পরিপালনেরও নির্দেশনা দেন তিনি। সভায় উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আনিসুর রহমানের কো-অর্ডিনেশনে বক্তব্য রাখেন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. রফিকুল ইসলাম, মো. নিজাম উদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরী। এসময় মহাব্যবস্থাপক মো. মনোয়ার হোসেন- এফসিএ, সকল সার্কেল ও কর্পোরেট শাখা প্রধান জুন ২০২০ ভিত্তিক তাদের পারফরমেন্স উপস্থাপন করেন।

> এছাড়াও কোভিড-১৯ এর কারণে ব্যাংকের গ্রাহক যেন সেবা থেকে বঞ্চিত না হোন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশিত স্বাস্থ্যবিধি সঠিকভাবে পরিপালনেরও নির্দেশনা দেন তিনি।

সিলেট সার্কেলের অঞ্চল প্রধানদের সাথে সভা

সিলেট সার্কেলের কর্পোরেট, অঞ্চল প্রধান ও শাখা ব্যবস্থাপকদের সাথে ৭ জুলাই ২০২০, ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আনিসুর রহমানের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম। সভায় উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. রফিকুল ইসলাম, নিজাম উদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরী এবং মহাব্যবস্থাপক মো. মনোয়ার হোসেন এফসিএ, সিলেট সার্কেলের মহাব্যবস্থাপক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মো. আবিদ হোসেন যুক্ত থেকে সার্কেলের জুন ২০২০ ভিত্তিক পারফরমেন্স ও ডিসেম্বর ২০২০ এর টার্গেট নিয়ে আলোকপাত করেন। সভায় প্রধান অতিথি সরকার ঘোষিত প্রণোদনা বিতরণে সঠিক পদক্ষেপ অনুরসনের নির্দেশনা দেন। ডিসেম্বর ২০২০ এর সমাপনীতে অর্ধবার্ষিকীর ন্যায় আরো বেশী মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে কমকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি তিনি আহ্বান জানান।

সিলেট সার্কেলের অঞ্চল ও কর্পোরেট শাখা প্রধানদের সাথে ভার্চুয়াল সভা

খুলনা সার্কেলের অঞ্চল প্রধানদের সাথে সভা

খুলনা সার্কেলের কর্পোরেট, অঞ্চল প্রধান ও শাখা ব্যবস্থাপকদের নিয়ে ৬ জুলাই ২০২০, ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এক ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত হয়। সার্কেল মহাব্যবস্থাপক মো. আনোয়ারুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম। সভায় সার্কেলের জুন ২০২০ ভিত্তিক পারফরমেন্স ও ডিসেম্বর ২০২০ এর টার্গেট নিয়ে বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়। বক্তাগণ অর্ধবার্ষিক সাফল্য ধরে রাখা সহ ডিসেম্বর ২০২০ সমাপনীতে আরো বেশী মুনাফা অর্জনে বিশেষ তাগিদ প্রদান করেন।

খুলনা সার্কেলের অঞ্চল ও কর্পোরেট শাখা প্রধানদের সাথে ভার্চুয়াল সভা

বরিশাল সার্কেলের অঞ্চল প্রধানদের সাথে সভা

বরিশাল সার্কেলের কর্পোরেট, অঞ্চল প্রধান ও শাখা ব্যবস্থাপকদের নিয়ে ২৪ জুলাই ২০২০, ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এক ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত হয়। সার্কেল মহাব্যবস্থাপক জিএম ফারুক আহমেদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম। সভায় সার্কেলের জুন ২০২০ ভিত্তিক পারফরমেন্স ও ডিসেম্বর ২০২০ এর টার্গেট নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এছাড়া অর্ধবার্ষিক এর সাফল্য ধরে রাখাসহ ডিসেম্বর ২০২০ সমাপনীতে আরো বেশী মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে প্রধান অতিথি নির্দেশনা প্রদান করেন। এসময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ মো. আনিসুর রহমান, রফিকুল ইসলাম, নিজামউদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরী প্রমুখ।

পরিচালনা পর্ষদের ভার্চুয়াল সভা

করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবকালীন স্বাস্থ্যবিধি মেনে অফিস ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গতিশীল রাখতে ৫ জুলাই ২০২০ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত পরিচালনা পর্ষদের ভার্চুয়াল বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভাগুলোয় সভাপতিত্ব করেন পর্ষদ চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গত ৫ জুলাই ৬৬৯তম থেকে শুরু হয়ে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে ৬৮৪তম বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভার্চুয়াল এ সভায় পর্ষদ পরিচালক মাহমুদা বেগম, কাশেম হুমায়ূন, ড. মো. ফরজ আলী, কেএমএন মঞ্জুরুল হক লাবলু, খোন্দকার ফজলে রশিদ, বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও পর্যবেক্ষক লীলা রশিদ, অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক

ভার্চুয়াল বোর্ড সভার একাংশ

এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আনিসুর রহমান, রফিকুল ইসলাম, নিজাম উদ্দীন আহাম্মদ চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম)

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড-এর ১৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা

অগ্রণী ব্যাংকের ১৩ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় সরকারের প্রতিনিধি, পরিচালনা পর্ষদ এবং ফার্মদ্বয়ের প্রতিনিধিগণের ভার্চুয়াল উপস্থিতি

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের ১৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা ১০ সেপ্টেম্বর ২০২০ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে অর্থমন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এ বি এম রুহুল আজাদ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে ব্যাংকের পরিচালকবৃন্দ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও, বাংলাদেশ ব্যাংকের পর্যবেক্ষক, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ, মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ ও নিরীক্ষা ফার্মের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় ২০১৯ সালের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। এছাড়া ২০২০ সালের জন্য ব্যাংকের বহিঃনিরীক্ষক হিসেবে কাশেম এন্ড কোং এবং মেসার্স মশিহ্ মুহিত হক এন্ড কোং ফার্মদ্বয়ের নিয়োগের বিষয়টি অনুমোদিত হয়।

ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম ২০১৯ সালে ব্যাংকের সাফল্যগাঁথা, ব্যবসায়িক কার্যক্রম ও আর্থিক সূচক সমূহের অবস্থা তুলে ধরে বক্তব্য প্রদান করেন। ব্যাংকের আমানত, ঋণ ও অগ্রীম, পরিচালন মুনাফা, আমদানি, রপ্তানি, রেমিট্যান্স, শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়সহ বিভিন্ন সেবা খাতে ব্যাংকের অগ্রণী ভূমিকা উল্লেখ করে সমাজ তথা জাতীয় অর্থনীতিতে রাষ্ট্র মালিকানাধীন এই প্রতিষ্ঠানের অবদান ও সাফল্যের বিশদ বর্ণনা দেন। তিনি বলেন, ২০১৯ সালে ব্যাংকের মোট সম্পদ ২০১৮ সালের তুলনায় ৬,৪৭৮ কোটি টাকা বা ৮.২১% বৃদ্ধি পেয়ে ৮৫,৩৯৩ কোটি টাকায় উন্নীত হয়। ব্যাংকের মোট সম্পদের মধ্যে সুদবাহী সম্পদের পরিমাণ ৫৩,০০২ কোটি টাকা যা মোট সম্পদের ৬২%। ২০১৯ সালে ঋণ ও অগ্রীমের পরিমাণ ১৭.৭১% বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪৬,৫৮৩ কোটি টাকায় যা ২০১৮ সালে ছিল ৩৯,৫৭৫। ২০১৯ সালে ঋণ ও অগ্রীমের মধ্যে নিয়মিত ঋণ এর পরিমাণ ৮৬%। এ বছরে ঋণ-আমানত অনুপাত ৩.৬৬% বৃদ্ধি পেয়ে ৬৭.২৯%-এ দাঁড়িয়েছে। ২০১৮ সালে আমানতের পরিমাণ ছিল ৬২,১৯৩ কোটি টাকা যা ২০১৯ সালে ৭,০৩১ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৬৯,২২৪ কোটি টাকায়। এক্ষেত্রে ব্যাংকের প্রবৃদ্ধি ১১.৩১%। ২০১৯ সালে ২.০৩% প্রবৃদ্ধি সহ শেয়ার হোল্ডার ইক্যুইটি ৪,২৪৩ কোটি টাকা। চলতি বছরের রিটার্ন অন ইক্যুইটি হল ২.৫৩%। বিগত বছরের তুলনায় ৮.১৫% বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯ সালে ব্যাংকের পরিচালন মুনাফা ৯০০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। ২০১৯ সালে নিট সুদ আয় ছিল ৬৩৪ কোটি টাকা যা রাষ্ট্রায়ত্ত মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ। পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় নিট পরিচালন আয় ৩.১৫% বৃদ্ধি পেয়ে ২,৫৬১ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে।

বৈদেশিক রেমিট্যান্স আহরণের ক্ষেত্রে ব্যাংক পূর্ববর্তী বছর গুলোর ন্যায় এ বছরেও রাষ্ট্রায়ত্ত মালিকানাধীন ব্যাংক গুলোর মধ্যে প্রথম স্থান এবং সকল ব্যাংক সমূহের মধ্যে ২য় স্থান ধরে রাখতে সমর্থ হয়েছে। ২০১৯ সালে ব্যাংক ১৪,৮৬৩ কোটি টাকা বৈদেশিক রেমিট্যান্স আহরণ করেছে যা ২০১৮ সালের তুলনায় ২,১৮৩ টাকা বা ১৭.২২% বেশি। ২০১৯ সালে মোট আমদানির পরিমাণ ৩৮,৮৪১ কোটি টাকা যা গত বছরের তুলনায় ১৫,২৯০ কোটি টাকা বা ৬৪.৯২% বেশি এবং মোট রপ্তানির পরিমাণ ১০,৮৭৩ কোটি টাকা

যা ২০১৮ সালের রপ্তানির পরিমাণ ৮,২৮০ কোটি ব্যাংক টাকার তুলনায় ৩১.৩১% বেশি।

ব্যাংকিং খাতে শ্রেণীকৃত ঋণ বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড শ্রেণীকৃত ঋণের লাগাম টানতে সক্ষম হয়েছে। ২০১৯ সালে শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ ৫.০১% কমে ৬,৬৪৩ কোটি টাকা দাঁড়িয়েছে যা ২০১৮ সালে ছিল ৬,৯৯৩ কোটি টাকা। মোট ঋণ ও অগ্রীম এর তুলনায় শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ ১৪.২৬% যা ২০১৮ সালে ১৭.৬৭% ছিল। ২০১৯ সালে শ্রেণীকৃত ঋণ হতে আদায় হয়েছে ২,৭৭৩ কোটি টাকা যা বিগত বছরের তুলনায় ১৪৪% বেশি। এর মধ্যে নগদ আদায়ের পরিমাণ ছিল ৪১১ কোটি টাকা, অবলোপনকৃত ঋণ হতে আদায়ের পরিমাণ ছিল ১১১ কোটি টাকা। পূর্ববর্তী বছরগুলোর ন্যায় ২০১৯ সালে ব্যাংক ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের বিপরীতে ন্যূনতম মূলধন সংরক্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে। ২০১৯ সালে ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের বিপরীতে মূলধন সংরক্ষণের হার দাঁড়িয়েছে ১০.০২%। ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের লক্ষ্য বাস্তবায়নে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড ২০১৯ সালে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। তারই ফলশ্রুতিতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত মোট ৫,৫৪৩ কোটি টাকা ব্যাংক ২৯,৮৩৭ টি লোনের মাধ্যমে বিতরণ করেছে।

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি অর্জনে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন পর্ষদ এবং সুদক্ষ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ নিবেদিত জনবল নিয়ে সর্বক্ষেত্রে ব্যাংকিং কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। সর্বোত্তম সেবা দিয়ে দেশ তথা জাতির উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এ ব্যাংকটি নানা সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে এগিয়ে চলেছে। ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও তাঁর বক্তব্যে এসব তুলে ধরেছেন। সেই সাথে ২০২০ সালে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবার লক্ষ্যে ব্যাংকের সকল ব্যবসায়িক কর্মকান্ড এবং আর্থিক সূচক সমূহের অধিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, অধিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সুনাম অর্জন ও সর্বক্ষেত্রে অগ্রণীর অবিরত অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়।

অর্থমন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এ বি এম রুহুল আজাদ তার গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যে অগ্রণী ব্যাংকের সকল ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যে সন্তোষ প্রকাশ করেন। আগামীতে ব্যাংকটি সকল আর্থিক সূচকে অধিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করে রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংক হিসেবে নিজেকে শীর্ষে অবস্থান করে নিতে পারবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ড. জায়েদ বখ্‌ত ২০১৯ সালের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীর উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। তিনি ব্যাংকের সকল ব্যবসায়িক ও আর্থিক সূচকে অভাবনীয় অগ্রগতি ও সাফল্যে সন্তোষ প্রকাশ করেন। সেইসাথে এই অর্জনে পরিচালকবৃন্দ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ ও মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ সহ সকল নির্বাহী এবং সর্বস্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দকে অভিনন্দন জানান। আগামীতে অগ্রণীর অবিরত অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে বলে তিনি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

অগ্রণী এসএমই ফাইন্যান্সিং কোম্পানীর ৯ম বার্ষিক সাধারণ সভা

অগ্রণী এসএমই ফাইন্যান্সিং কোম্পানীর ভার্চুয়াল সাধারণ সভা চলছে

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের মালিকানাধীন অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান অগ্রণী এসএমই ফাইন্যান্সিং কোম্পানী লিমিটেডের ৯ম বার্ষিক সাধারণ সভা ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০, ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ও অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম। অন্যান্যদের মধ্যে এসময় উপস্থিত ছিলেন অত্র কোম্পানীর হোল্ডিং কোম্পানী অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের প্রতিনিধি অগ্রণী ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক ও সিএফও মো. মনোয়ার হোসেন এবং পরিচালক মো. শাহাদাৎ হোসেন এফসিএ, মোসাম্মাৎ জোহরা খাতুন, মো. আনিসুর রহমান, মো. রফিকুল ইসলাম এবং অগ্রণী এসএমই ফাইন্যান্সিং কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও (চলতি দায়িত্ব) মো. মুজাহিদুল ইসলাম জোয়ারদার।

অগ্রণী ইক্যুইটি এন্ড ইনভেস্টমেন্টের ১০ম বার্ষিক সাধারণ সভা

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান অগ্রণী ইক্যুইটি এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের ১০ম বার্ষিক সাধারণ সভা ২৮ জুলাই ২০২০, ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় হোল্ডিং কোম্পানি অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের প্রতিনিধি হিসেবে ব্যাংকের পরিচালক কাশেম হুমায়ূন, কোম্পানির পরিচালক মাহমুদা বেগম (অতিরিক্ত সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ), অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আনিসুর রহমান, অর্থ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মৃত্যুঞ্জয় সাহা এবং কোম্পানির সিইও আহমদ ইয়ূসুফ আব্বাস অংশগ্রহণ করেন। কোম্পানি সচিব অরুন্ধতী মন্ডল সভার সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন। সভায় ৯ম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ ও ২০১৯ খ্রিস্টাব্দের আর্থিক বিবরণী অনুমোদন করা হয়।

অগ্রণী ইক্যুইটি এন্ড ইনভেস্টমেন্টের ভার্চুয়াল সাধারণ সভা চলছে

ট্রেনিং ও কর্মশালা

এবিটিআই-তে ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ কর্মশালা

বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে বিপর্যস্ত অর্থনীতিকে গতিশীল করার লক্ষ্যে অগ্রণী ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এবিটিআই) জুলাই হতে সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ৭২টি কর্মশালার আয়োজন করে। সরকার এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত কোভিড-১৯ বিষয়ক প্রণোদনা প্যাকেজ, গাইড লাইনস ও সার্কুলার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জুম অ্যাপসের মাধ্যমে ভার্চুয়াল এ প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলামের দিক নির্দেশনা এবং এবিটিআইয়ের সহকারী মহাব্যবস্থাপক ও অনুষদ সদস্য সুপ্রভা সাঈদের তত্ত্বাবধানে কর্মশালাগুলোতে ৩ হাজার ২৯৪ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশ নেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম কর্মশালায় অংশ নেয়া প্রশিক্ষণার্থীসহ সকলকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রদত্ত দিক নির্দেশনা পরিপালন পূর্বক গ্রাহক বান্ধব স্বাভাবিক ব্যাংকিং কার্যক্রম, পরিচালনা, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের মধ্যে সকল সূচকে সর্বোচ্চ অবস্থানে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্যে ঘোষিত গোল্ডেন ভিশন বাস্তবায়ন এবং ব্যয় সংকোচন ও ঋণ আদায় কার্যক্রম ত্বরান্বিত করণের মাধ্যমে মুনাফা সর্বাধিকীকরণের নির্দেশনা দেন।

উল্লেখযোগ্য কর্মশালাগুলোর মধ্যে রয়েছে Reshaping Behavioral Pattern for Giving Personalized Service, Guidelines on International Factoring, Automated Challan System, Agricultural and Rural Financing, CMSME & Enterpreneurship Development, Credit Appraisal and Managment, Money Laundering Prevention and Combating Financing of Terrorism, Core Risk Management and Awareness of Foreign Exchange Business Development, BACH, BEFTN, RTGS. ভার্চুয়াল এই কর্মশালায় ব্যাংকের পরিচালক ড. মো. ফরজ আলী, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আনিসুর রহমান এবং মো. রফিকুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক মাহমুদুল আমিন মাসুদ (হেড অব আইডি), মো. মনোয়ার হোসেন এফসিএ (হেড অব আইসিসি), মুহাম্মদ মাহমুদ হাসান (সিআইটিও), ড. আব্দুল্লাহ আল মামুন (ক্রেডিট) বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সেশন পরিচালনা করেন। বহিঃবক্তা হিসেবে বিভিন্ন সেশন পরিচালনা করেন বিআইবিএম এর পরিচালক (ট্রেনিং) ড. আহসান হাবিব, পরিচালক (রিসার্চ, ডেভেলপমেন্ট এন্ড কনসালটেন্সী) ড. প্রশান্ত কুমার ব্যানার্জি এবং ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেডের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক আহমেদ শাহীন। প্রশিক্ষণ কালীন সময়ে এবিটিআই এর অনুষদ সদস্যগণ কর্মশালার সেশন পরিচালনা, সঞ্চালনা ও সমন্বয়কারির দায়িত্ব পালন করেন।

এবিটিআই-তে ভার্চুয়াল কর্মশালার একাংশ

চুক্তি সমূহ

অগ্রণী ব্যাংক ও বিকাশ লিমিটেড এর মধ্যে দ্বিমুখী সেবার চুক্তি

বিকাশ লিমিটেড এবং অগ্রণী ব্যাংকের মধ্যে স্বাক্ষরিত দ্বিমুখী সেবা চুক্তির ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের দৃশ্য

দেশের প্রায় এক কোটিরও বেশি গ্রাহকের জন্য ব্যাংকিং লেনদেন অধিকতর নিরাপদ ও সহজ করার লক্ষ্যে অগ্রণী ব্যাংক ও বিকাশ লিমিটেড এর মধ্যে তাৎক্ষণিকভাবে টাকা স্থানান্তরের দ্বিমুখী সেবা চালু হয়েছে। ২০ আগস্ট ২০২০, ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল এ সেবার উদ্বোধন করেন। রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে অগ্রণী ব্যাংক-ই প্রথম দেশের সবচেয়ে বড় মোবাইল আর্থিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান বিকাশের সাথে এই দ্বিমুখী সেবা চালু করলো। করোনাকালীন মহামারীর সময়ে এমন সেবা চালুর কারণে গ্রাহক ব্যাংকে না এসে নিরাপদ দূরত্ব ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা বজায় রেখে সপ্তাহের ৭ দিন ২৪ ঘণ্টা লেনদেন করতে পারবেন। এক্ষেত্রে গ্রাহক বিকাশ অ্যাপে কয়েকটি ধাপে অগ্রণী ব্যাংকে সংরক্ষিত তার তথ্য সংযুক্ত করে প্রয়োজন অনুসারে টাকা জমা বা উত্তোলন করতে পারবেন। এ সেবা চালুর ফলে সারাদেশের ৯৫৮টি শাখা এবং ৪০০টি এজেন্ট আউটলেটের মাধ্যমে অগ্রণী ব্যাংকের প্রায় এক কোটি গ্রাহক বিকাশের সেবা নিতে পারবেন। অগ্রণী ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট থেকে ট্রান্সফারের মাধ্যমে বিকাশে টাকা এনে গ্রাহক ডিপিএস বা ঋণের কিস্তি জমা, ইউটিলিটি বিল পরিশোধ, মোবাইল রিচার্জ, টিকিট কেনা, কাউকে টাকা পাঠানো বা ক্যাশ আউটসহ সব ধরনের সেবা নিতে পারবেন। এতে ব্যাংকের শাখাগুলোর ওপর চাপ কমে আসবে এবং বিশেষায়িত সেবার জন্য গ্রাহকদের প্রতি আরও অধিক মনোযোগ দেয়ার সুযোগ তৈরি করবে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব মো. আসাদুল ইসলাম, অগ্রণী ব্যাংকের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত, বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর আহমেদ জামাল, অগ্রণী ব্যাংকের পরিচালকবৃন্দ, বাংলাদেশ ব্যাংকের পর্যবেক্ষক, অগ্রণীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম, বিকাশের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কামাল কাদির এবং চিফ কমার্শিয়াল অফিসার মিজানুর রশীদ।

অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নয়নে সরকারের সদিচ্ছায় পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপে অগ্রণী ব্যাংকের সেবা বিকাশের মাধ্যমে মানুষের ঘরে পৌঁছে যাচ্ছে। এ উদ্যোগের ফলে ডিজিটাল আর্থিক অন্তর্ভুক্তি আরও এক ধাপ এগোলো। প্রযুক্তিনির্ভর এ ধরনের লেনদেনে স্বচ্ছতার ওপর জোর দিতে হবে।

সিনিয়র সচিব মো. আসাদুল ইসলাম বলেন, গ্রাহকবান্ধব সেবা প্রদানে অগ্রণী ব্যাংকের এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়। এতে করে সকল পর্যায়ের গ্রাহকের জন্য ব্যাংকিং সেবা আরো সহজলভ্য হলো। এই লেনদেন করার সময় সাইবার নিরাপত্তা যাতে কঠোরভাবে পরিপালন করা হয়, সেই বিষয়ে তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

অগ্রণী ব্যাংকের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে দেশের আপামর জনগোষ্ঠীর কাছে মোবাইল ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দিতে অগ্রণী ব্যাংকের এই উদ্যোগ বেশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। এ ছাড়া এই উদ্যোগ গ্রহণের ফলে ব্যাংকের গ্রাহকসেবার মানও বৃদ্ধি পাবে।

অগ্রণী ব্যাংকের পরিচালক মাহমুদা বেগম ডিজিটালাইজড সেবা কার্যক্রম চালু করায় সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ দেন এবং ভূয়সী প্রশংসা করেন।

অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম বলেন, আজকের দিনে গ্রাহককে ব্যাংকে আসতে হবে না, ব্যাংক যাবে গ্রাহকের কাছে, এটাই বাস্তবতা। প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে শুরু করে দেশজুড়ে আমাদের সকল শাখা এবং এজেন্ট ব্যাংকিং এর অগণিত গ্রাহক নতুন এই সেবার কল্যাণে তাদের প্রয়োজনমতো যেকোনো সময় লেনদেন করতে পারবেন। ব্যাংকের শাখাগুলোর সার্বিক সেবার মান আরো বাড়াতে এই পদক্ষেপ জোরালো ভূমিকা রাখবে বলে জানান তিনি।

বিকাশের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কামাল কাদীর বলেন, কেবল হিসাব থেকে টাকা আনা এবং জমা দেয়া নয়, ঋণ প্রদান, বিনিয়োগের মতো ব্যাংকিং সেবাগুলোও গ্রাহকের জন্য আরো সহজলভ্য করা সম্ভব। গ্রাহকবান্ধব ডিজিটাল লেনদেন প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যাংকগুলো তাদের সেবাকে আরো সৃজনশীলভাবে গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দিতে পারবে। অগ্রণী ব্যাংকের সাথে বিকাশের এই যৌথ পথচলা একটি নতুন দিগন্তেরই উন্মোচন হলো।

অগ্রণী ব্যাংক ও মাইডাস ফিন্যান্সিং এর চুক্তি

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এবং মাইডাস ফিনান্সিং লিমিটেড এর মধ্যে ১০০ কোটি 'টার্ম লোন' চুক্তি স্বাক্ষর গত ৬ সেপ্টেম্বর ভার্চুয়াল প্ল্যাটফরমে অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম এবং মাইডাস ফিন্যান্সিং লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুস্তাফিজুর রহমানসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অংশ নেন।

শোক সংবাদ

করোনায় উৎসর্গীকৃত অগ্রণীর যোদ্ধা

কোভিড-১৯ সংক্রমণে দেশে এ পর্যন্ত আমরা অনেককেই হারিয়েছি। তাদের মধ্যে রয়েছেন শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, চিকিৎসক, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য, সাংবাদিক, শ্রমজীবী ব্যাংকারসহ অনেক মানুষ। করোনার মতো মহামারি মোকাবেলা এবং দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন ব্যাংকারগণ। এই দায়িত্ব পালনে পিছপা হননি অগ্রণী ব্যাংকের নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। গত জুলাই হতে সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত অনেক অগ্রণীয়ান করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। বালুতুপা শাখা কুমিল্লায় কর্মরত সিনিয়র অফিসার মো. আবুল কালাম আজাদ ৭ আগস্ট ২০২০, কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এবং এইচআর প্লানিং, ডিপ্লয়মেন্ট এন্ড অপারেশানস ডিভিশন (এইচআর) প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত উপ-মহাব্যবস্থাপক গোলাম এরশাদ ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২০, ঢাকার মুগদা জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। আঞ্চলিক কার্যালয় ফেনীতে কর্মরত কেয়ার টেকার-১ মোহাম্মদ আবু সৈয়দ গত ২৪ জুন ২০২০, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্না.....রাজিউন)। তাদের মৃত্যুতে অগ্রণী ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদ, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, সকল নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পক্ষ থেকে মরহুমদের বিদেহী আত্মার শান্তি ও মাগফেরাত কামনা করা হয়। ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও এক শোক বার্তায় বলেন, এই নির্ভীক নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ করোনা'কে উপেক্ষা করে নিজ দায়িত্বে প্রতি অবিচল থেকে ব্যাংকিং সেবা দিয়ে গেছেন। তাদের মৃত্যুতে অগ্রণী ব্যাংকের অপূরণীয় ক্ষতি হলো। তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা ও সহমর্মিতা জ্ঞাপন করেন।

করোনায় মৃত্যুবরণ

নাম	প্রয়াণের তারিখ
গোলাম এরশাদ, উপ-মহাব্যবস্থাপক, এইচআরপিডিওডি, ঢাকা	১৩.০৯.২০২০
মো. আবুল কালাম আজাদ, সিনিয়র অফিসার, বালুতুপা শাখা, কুমিল্লা	০৭.০৮.২০২০
মোহাম্মদ আবু সৈয়দ, কেয়ার টেকার-১, আঞ্চলিক কার্যালয় ফেনী	২৪.০৬.২০২০

জুলাই- সেপ্টেম্বর কোয়ার্টারে আমরা যাদেরকে হারিয়েছি

নাম	প্রয়াণের তারিখ
মো. সেকেন্দার আলী, কেয়ারটেকার-১, সামছুর রহমান রোড শাখা, খুলনা	১৭.০৭.২০২০
মো. ফারুক হোসেন. আঞ্চলিক কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১৮.০৭.২০২০
বশির আহমেদ, এ/এ, সেনপাড়া শাখা, ঢাকা	২০.০৭.২০২০
আব্দুল মান্নান, কেয়ারটেকার-১, সুবার বাজার শাখা, ফেনী	২৪.০৭.২০২০
মো. আব্দুল গফুর সরদার, কেয়ারটেকার-১ আহসানগঞ্জ শাখা, নওগাঁ	০১.০৮.২০২০
মো. হাফিজুর রহমান, প্রিন্সিপাল অফিসার, ক্লে- রোড কর্পোরেট শাখা, খুলনা	০৮.০৮.২০২০
মো. আবু নাসের, প্রিন্সিপাল অফিসার, মুন্সিগঞ্জ শাখা	১২.০৮.২০২০
মো. আব্দুল করিম, কেয়ারটেকার-১, রূপসা বাজার শাখা, চাঁদপুর	১৮.০৯.২০২০
মো. আনোয়ার হোসেন শরীফ, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, আঞ্চলিক কার্যালয়, ভোলা	১৯.০৯.২০২০
সাজেদুল ইসলাম সিনিয়র অফিসার, পীরগাছা শাখা, রংপুর	২১.০৯.২০২০

সাফল্য সংবাদ

যোগ্য নেতৃত্বে অগ্রণী ব্যাংকের অভাবনীয় রেমিট্যান্স সাফল্য

শুরুটা ছিলো অনেক চ্যালেঞ্জের। বৈদেশিক মুদ্রা (রেমিট্যান্স) আহরণের প্রতিকুলতা কাটিয়ে অগ্রণী ব্যাংককে এক উচ্চতায় নেয়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করলেন মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম যখন তিনি ২০০৯ সালে আইডি এর মহাব্যবস্থাপক (জিএম) হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেন। তার যোগ্য নেতৃত্ব এবং একের পর এক দূরদর্শী পদক্ষেপই কার্যত রেমিট্যান্স অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে নিয়ে গেছে। তার এই কর্ম দৃষ্টান্ত দেশের অন্য সব ব্যাংকগুলোর মধ্যে এখন উদাহরণ। তার নেতৃত্বেই রেমিট্যান্স আহরণে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংগুলোর মধ্যে অগ্রণী ব্যাংক এক দশক ধরে শীর্ষ স্থান দখল করে নিয়েছে। তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করে করোনা দুর্যোগের মধ্যেও পূর্বের ন্যায় স্বাভাবিক ভাবে গতিতে ব্যাংকিং সেবা দিয়ে যাচ্ছে অগ্রণী ব্যাংক। স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করে পুরোদমে কাজ করছেন ব্যাংকের উর্ধ্বতন থেকে শুরু করে সব পর্যায়ের কর্মী। করোনাকালীন সংকটের মধ্যেও ব্যাংকটির প্রথম ছয় মাস পরিচালন মুনাফা হয়েছে ৫৩১ কোটি টাকা। শুধু তাই নয়, এর রেমিট্যান্স আহরণের ভিত অন্যান্য ব্যাংকের তুলনায় অনেকটাই মজবুত। সকল অগ্রণীয়ানের আন্তরিক শ্রমে এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও এর দক্ষ নেতৃত্বে ক্রমেই উন্নতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে অগ্রণী ব্যাংক।

মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও

মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম অগণী এক্সচেঞ্জ হাউস প্রাইভেট লিমিটেড, সিঙ্গাপুর এর সিইও হিসেবে দক্ষতার সাথে কাজ করে একজন রেমিট্যান্স এক্সপার্ট। এর আগে দীর্ঘ ১৬ বছর কাটিয়েছেন চট্টগ্রামে। ২০০৯ সালের ১ জানুয়ারি মহাব্যবস্থাপকের (জিএম) পদোন্নতি পেয়ে তিনি প্রধান কার্যালয়ে হেড অব আইডি হিসেবে যোগদান করেন। একই সঙ্গে তাকে সিলেট অঞ্চলের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়। তার নেতৃত্বে অগ্রণী ব্যাংক পরের বছরে রেমিট্যান্স আহরণে জনতা ব্যাংককে অতিক্রম করে দ্বিতীয় এবং ২০১১ সালে সোনালী ব্যাংককে অতিক্রম করে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর মধ্যে শীর্ষে পৌছে তা এক দশকব্যাপী ধরে রেখেছে। যোগ্য নেতৃত্ব ও সাফল্যের কারণেই বাংলাদেশ সরকার তাকে অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও হিসেবে দ্বিতীয় মেয়াদে দায়িত্ব দিয়েছেন। ২০১৬ সালের ২৮ আগস্ট ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্ব নেয়ার পর তিনি অগ্রণী ব্যাংককে নতুন আঙ্গিকে ঢেলে সাজিয়েছেন। যখন দায়িত্ব নেন, তখন ব্যাংকের সব ব্যবসায়িক সূচক ছিল নিম্নগামী। কিন্তু তার দায়িত্ব গ্রহণের মাত্র চার মাসের মধ্যে ব্যাংকের সব ব্যবসায়িক সূচকে তিনি বড় ধরনের অগ্রগতি ঘটাতে সক্ষম হন। এরপর থেকে ক্রমেই উন্নতির দিকে এগিয়ে যাওয়ার পালা।

এই প্রধান নির্বাহী এ কর্মকর্তার দক্ষতায় চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে জুন প্রথম ছয় মাসে অগ্রণী ব্যাংকের মাধ্যমে দেশে রেমিট্যান্স এসেছে ৭ হাজার ২০০ কোটি টাকা। এছাড়াও পরবর্তী শুধু জুলাই মাসেই এসেছে ৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। রেমিট্যান্সের পিছনে সরকারের ২ শতাংশ প্রণোদনার সঙ্গে অতিরিক্ত আরো ১ শতাংশ বাড়তি প্রণোদনা দিয়েছে অগ্রণী ব্যাংক। শুধু তাই নয়, করোনার প্রাদুর্ভাব ও লকডাউনে প্রবাসীদের কথা বিবেচনা করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর দিন ১৭ মার্চ অগ্রণী ব্যাংক কর্তৃক 'অগ্রণী রেমিট' নামক একটি নতুন অ্যাপস চালু করা হয়। ফলে সিঙ্গাপুরের প্রবাসীরা ব্যাংক ও এক্সচেঞ্জ হাউসে না গিয়ে ঘরে বসেই দেশে তার নিকট আত্মীয়দের কাছে সরাসরি রেমিট্যান্স পাঠাতে সক্ষম হচ্ছেন। শুধু জুলাই-আগস্টে ব্যাংকের ১০টি শাখার প্রতিটিতে একদিনে ৩ কোটি টাকার বেশি রেমিট্যান্স আনতে সক্ষম হয়েছে। যেসব শাখায় দুবার বা ততোধিক ৩ কোটি বা তার অধিক রেমিট্যান্স এসেছে, সেসব শাখার ব্যবস্থাপকসহ রেমিট্যান্স প্রদানকারী কর্মকর্তাকে উৎসাহ যোগাতে প্রত্যেককে একটি করে ল্যাপটপ দেয়া হয়েছে।

মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম মনে করেন, সরকারি ব্যাংক হিসেবে মুনাফা করাই অগ্রণীর মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, দেশের মানুষের ও গ্রাহকের সন্তুষ্টি অর্জনকেই প্রাধান্য দিতে হবে। রেমিট্যান্স আহরণের কারণেই অগ্রণী ব্যাংক আজ বৈদেশিক মুদ্রায় স্বাবলম্বী। তাই পদ্মা সেতু নির্মাণে ১ দশমিক ১৬ বিলিয়ন ডলার সরবরাহ করতে পেরেছে অগ্রণী ব্যাংক। একটা সময় ছিল যখন হুন্ডিতেই দেশে ৩০-৪০ শতাংশ রেমিট্যান্স আসতো। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং কোভিড-১৯ শুরু হওয়ার পর এটা ব্যাপকভাবে কমে গেছে। এতে ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রবাহ বেড়েছে। ব্যাংক সেবার গুণগত মান বাড়ালেই হুন্ডি বন্ধ হয়ে যাবে, বাড়বে রেমিট্যান্স প্রবাহের পরিমাণ। এভাবে বাংলাদেশ তার বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি করে দেশের অর্থনীতির অগ্রগতির চাকাকে আরো চলমান করতে সক্ষম হবে।

প্রতিবেদক: এস এম আল-আমিন, অফিসার (ক্যাশ), স্পেশাল স্টাডি সেল।

রেমিট্যান্স পুরস্কার পেলেন ১৭জন কর্মকর্তা

রেমিট্যান্স আহরণে সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ পুরস্কারপ্রাপ্ত ১৭ জন কর্মকর্তার ব্যাংকের ম্যানেজমেন্ট টিমের সাথে ফটোসেশন

ঈদ উৎসব -২০২০ উপলক্ষে বিদেশ থেকে অধিক পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা (রেমিট্যান্স) দেশে আনার স্বীকৃতি ও বিশেষ কৃতিত্বের জন্য ২০ সেপ্টেম্বর ২০২০, অগ্রণী ব্যাংকের বোর্ড রুমে ১০টি শাখার ৭ জন ব্যবস্থাপক এবং ১০ জন রেমিট্যান্স সেবা প্রদানকারী কর্মকর্তাকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। এ পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম। অনুষ্ঠানে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আনিসুর রহমান, মো. রফিকুল ইসলামসহ ব্যাংকের উর্ধ্বতন নির্বাহী ও কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। পুরস্কার প্রাপ্তদের প্রত্যেককে একটি করে ল্যাপটপ প্রদান, অভিনন্দন জ্ঞাপন পত্র প্রদান পূর্বক অন্তর্মুখী রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদেরকে উৎসাহ প্রদান করা হয়। পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন, লালদীঘিরপাড় কর্পোরেট শাখার (সিলেট) সহাকারী মহাব্যবস্থাপক রাশেদা আহমেদ স্বপ্না ও সিনিয়র অফিসার অনুপম দাস, নরসিংদী শাখার সহকারী মহাব্যবস্থপক দীপক চন্দ্র বড়াল ও সিনিয়র অফিসার ইয়াসমিন আক্তার, জিন্দাবাজার শাখার (সিলেট) সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার নেহার জ্যোতি পুরকায়স্থ ও অফিসার হিরন্ময় দাস, নাজিরহাট শাখার (চট্টগ্রাম) সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার মো. মাহফুজুর রহমান ও সিনিয়র অফিসার মিঠুন ভৌমিক, চান্দিনা শাখার (কুমিল্লা) সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার মো. মনির হোসেন ও সিনিয়র অফিসার আশেক আহমেদ জেবাল, বাতাকান্দি বাজার শাখার প্রিন্সিপাল অফিসার মো. সাইফুল ইসলাম সুজন ও সিনিয়র অফিসার মো. সেলিম রেজা, বিয়ানীবাজার শাখার (সিলেট) প্রিন্সিপাল অফিসার মো. মেহেদী হাসান ও সিনিয়র অফিসার মো. আরাফাত রহমান, বাবুরহাট শাখার (নরসিংদী) প্রিন্সিপাল অফিসার আল-আরমানুল আমিন, লাকসাম শাখার (কুমিল্লা) সিনিয়র অফিসার হালিমা আক্তার এবং আমিরগঞ্জ শাখার (নরসিংদী) অফিসার (ক্যাশ) আমির হামজা।

বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি

গোলটেবিল বৈঠক: বাংলাদেশের সব ব্যাংকে দেশীয় সিবিএস ব্যবহার নিশ্চিতের তাগিদ

দৈনিক কালের কণ্ঠ আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে মাননীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি সহ অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর বছরেই দেশের সব ব্যাংকে 'কোর ব্যাংকিং সফটওয়্যার' (সিবিএস) ব্যবহার নিশ্চিত করার তাগিদ দিয়েছেন দেশের প্রযুক্তিবিদরা। তারা বলেছেন, সরকার ২০২৫ সালের মধ্যে সফটওয়্যার রপ্তানি করে ৫০০ কোটি ডলার আয় করার লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করলেও বেশির ভাগ ব্যাংক এখনো বিদেশি সফটওয়্যার ব্যবহার করছে। কিন্তু প্রতিবেশী ভারতের ব্যাংকগুলো প্রায় শতভাগ দেশীয় কোর ব্যাংকিং সফটওয়্যার ব্যবহার করছে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বেশ পিছিয়ে আছে। বাংলাদেশের অর্ধেকের বেশি ব্যাংক এখনো বিদেশি সফটওয়্যার নির্ভর রয়ে গেছে। এ অবস্থা থেকে ঘুরে দাঁড়াতে হবে এবং এতে বৈদেশিক মুদ্রার যেমন সাশ্রয় হবে, তেমনি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে মনে করছে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ। ১৪ মার্চ ২০২০, ঢাকার বসুন্ধরায় ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ মিলনায়তনে দৈনিক কালের কণ্ঠ এবং সিটিও ফোরাম বাংলাদেশ আয়োজিত 'দেশীয় কোর ব্যাংকিং সফটওয়্যার শিল্পের উন্নয়নে করণীয়' শিরোনামের গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা এসব কথা বলেন। গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথি ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি। কালের কণ্ঠ এর সম্পাদক ইমদাদুল

হক মিলনের সঞ্চালনায় গোলটেবিল বৈঠকে আলোচনা করেন বেসিস এর পরিচালক ও ফ্লোরা টেলিকম লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোস্তফা রফিকুল ইসলাম, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ, অগ্রণী ব্যাংকের পরিচালক কে এম এন মঞ্জুরুল হক লাবলু, কালের কণ্ঠ এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মোস্তফা কামাল, বাংলাদেশ ব্যাংকের সিস্টেমস ম্যানেজার মুহাম্মদ ইসহাক মিয়া, সীমান্ত ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুখলেসুর রহমান, সিটিও ফোরামের সভাপতি তপন কান্তি সরকার প্রমুখ। বক্তারা বলেন, দেশে এখন ৬৩টি ব্যাংক রয়েছে। এরমধ্যে ৬০ শতাংশেই বিদেশি কোর ব্যাংকিং সফটওয়্যার ব্যবহার হয়। দেশীয় সফটওয়্যার ব্যবহার হয় বাকি ৪০ শতাংশে। অথচ ভারতে মোট ব্যাংকের সংখ্যা ৫১টি যেখানে কোর ব্যাংকিংয়ে স্থানীয় সফটওয়্যার ব্যবহার হয় ৯২ শতাংশ আর সেখানে বিদেশি সফটওয়্যার ব্যবহার হয় মাত্র ৮ শতাংশ।

বৈঠকে জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি দেশীয় সফটওয়্যার ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানের কর হার কমাতে অর্থ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করবেন বলে ঘোষণা দেন। এসময় প্রতিমন্ত্রী বলেন, ১১ বছর আগে যেখানে দেশে ৫৬ লাখ ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ছিল, সেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাহসী নেতৃত্ব এবং যুগোপযোগী নীতি সহায়তায় আজকে দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ১০ কোটি পার হয়েছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে ব্রডব্র্যান্ড ইন্টারনেট কানেকটিভিটি পৌঁছেছে। মোবাইলে আর্থিক সেবা, ডিজিটাল ব্যাংকিং কিংবা সাড়ে ১০ হাজার ব্যাংক শাখা ইন্টারনেট কানেকটিভিটির আওতায় এসেছে। দেশের তরুণ প্রজন্ম বিলিয়ন ডলারের ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করছেন। ২০০৮ সালে আইসিটি রপ্তানি ছিল মাত্র ২৬ মিলিয়ন ডলার যা ২০১৮ সালে তা এক বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। এটা আমরা ২০২৫ সালের মধ্যে পাঁচ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছি।

জুনাইদ আহমেদ পলক আরো বলেন, ডাটা সংরক্ষণে সরকার আইন করবে। ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রীয় তথ্য সংরক্ষণের জন্য এই আইন তৈরি করা হবে। বর্তমানে তরুণেরা যাতে জেলা-উপজেলায় বসে আয় করতে পারে আমরা তার ব্যবস্থা করেছি। আমাদের ইজিপি সিস্টেম স্থানীয় কোম্পানি টেকওভার করেছে। টাইগার আইটি আমাদের এনআইডি সিস্টেমের অভিজ্ঞতা এখন নেপালসহ আরো অনেক দেশে প্রয়োগ করছে। সরকারের পক্ষ থেকে দেশীয় কোম্পানিকে সহায়তা করছি, যা অব্যাহত থাকবে। সরকারি-বেসরকারি খাতের কোলাবরেশন যদি আরো জোরদার হয়, তাহলে আমাদের সফটওয়্যার খাতের কাজগুলো দেশীয় কোম্পানিকে দিয়েই পূরণ করা সম্ভব।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ব্যাংকিং খাতের গত ১১ বছরের উন্নয়নের পর এখন পরবর্তী ধাপে উন্নীত হতে হবে। ব্যাংক এখন পকেটে, হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। আমাদের ব্যাংকিং সলিউশনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, বিগডেটা অ্যানালিসিস, ব্লক চেইনের মতো প্রযুক্তির সমাধান দেশীয় কোম্পানিকে আরো বেশি বেশি করে আনতে হবে।

মূল প্রবন্ধে মোস্তফা রফিকুল ইসলাম বলেন, বিদেশি সফটওয়্যারের চেয়ে দেশি সফটওয়্যার ব্যবহার অধিক সাশ্রয়ী। দেশি সফটওয়্যারে লাইসেন্স ফি বাবদ খরচ হয় ১০ থেকে ১৫ কোটি টাকা, বিদেশী সফটওয়্যারে এই খরচ ৩০ থেকে ৪০ কোটি টাকা। বিদেশি সফটওয়্যারের বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ (এএমসি) খরচ ৪ থেকে ৬ কোটি, আর দেশি সফটওয়্যারে তা ৩ থেকে ৪ কোটি টাকা। বিদেশি সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে কাস্টমাইজেশনে প্রতিদিন বিদেশিরা ৬০ থেকে ৭৫ হাজার টাকা নিয়ে যায়, সেখানে দেশীয় সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে এই খরচের প্রয়োজন হয় না। এ ছাড়া বিদেশী সফটওয়্যারের বাস্তবায়ন খরচ আরো ১৮ থেকে ২৫ কোটি টাকা, সেখানে দেশি সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে মাত্র ৩ থেকে ৫ কোটি টাকা।

অধ্যাপক মোহাম্মদ কায়কোবাদ বলেন, এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে, আমরা বিদেশী কোনো জিনিস পেলেই গর্বিত হয়ে যাই। দেশে এখন ব্যাংক সমূহের সাড়ে দশ হাজার শাখা আছে। আমরা এখনো ব্যাংকে দেশীয় কোর ব্যাংকিং সফটওয়্যার ব্যবহার না করে বিদেশী সফটওয়্যার ব্যবহার করছি। এর ফলে বছরে আমাদেরকে ৫০০ কোটি টাকা রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বাবদ দেশের বাইরে পাঠাতে হচ্ছে। অথচ এই টাকা দিয়ে আমাদের দেশে অসংখ্য যুবকের চাকরির ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

ইমদাদুল হক মিলন বলেন, আমাদের দেশে তৈরি পোশাকের পর সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনাময় হিসেবে সফটওয়্যার খাতকে বিবেচনা করা হয়। এক্ষেত্রে দেশীয় কোর ব্যাংকিংয়ে স্থানীয় কোম্পানির চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। দেশীয় কোম্পানির সফটওয়্যারের ওপর আস্থা তৈরি হচ্ছে মানুষের। এটা অবশ্যই আশাব্যঞ্জক। ধীরে ধীরে বিদেশী সফটওয়্যারের ব্যবহার কমে আসবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

মুখলেসুর রহমান বলেন, আমরা যখন কোনো কিছু কিনতে যাই, আমাদের ঝোঁক থাকে বিদেশী পণ্যের দিকে। সীমান্ত ব্যাংক দেশীয় কোম্পানির সফটওয়্যার ব্যবহার করছে। দেশীয় সফটওয়্যারে নিরাপত্তা ব্যবস্থাও সন্তোষজনক।

তপন কান্তি সরকার বলেন, ৩১টি ব্যাংক এখন দেশীয় সফটওয়্যার ব্যবহার করে। আমাদের কাছে যে তথ্য আছে তাতে দেখা গেছে, একাধিক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক বিদেশী সফটওয়্যার ব্যবহার করছে। তিনি বলেন, বিদেশী সফটওয়্যারের চেয়ে দেশী সফটওয়্যার অনেক বেশি সক্ষম।

সূত্র: মার্চ ১৫, ২০২০ তারিখে জাতীয় দৈনিকগুলোতে প্রকাশিত সংবাদ থেকে সংকলন করেছেন মোহাম্মদ শাকির হোসেন খান, প্রিন্সিপাল অফিসার, স্পেশাল স্টাডি সেল

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

বঙ্গবন্ধু কর্নারের স্বাগত সংগীত

কথা ও সুর : সাজ্জাদ খান

স্বাগতম স্বাগতম স্বাগতম ।।
হে প্রাণের অতিথি
এসেছো বলে, দ্বারে বসেছো বলে
জানাই সালাম প্রীতি।।
অগ্রণীর এই অগ্রযাত্রায়
এসেছে অবিরত নতুন মাত্রা
সফলতার শত সিঁড়ি ডিঙিয়ে
অগ্রণী পেল আজ নতুন গতি।।
হে প্রাণের অতিথি
এসেছো বলে, দ্বারে বসেছো বলে
জানাই সালাম প্রীতি।।
স্বাগতম স্বাগতম স্বাগতম ।।
বঙ্গবন্ধু কর্নার সাজিয়ে
দিয়েছো সারাদেশে সাড়া জাগিয়ে
জাতির পিতা পেলো স্বীকৃতি।
হে প্রাণের অতিথি
কাছে এসেছো বলে, দ্বারে বসেছো বলে
জানাই সালাম প্রীতি।।
স্বাগতম স্বাগতম স্বাগতম ।।
উন্নয়নের যতো কর্মসূচী
খেলাপী ঋণ আদায়ের অগ্রগতি
পেয়েছো রেমিট্যান্স এওয়ার্ড।
হে প্রাণের অতিথি
এসেছো বলে, দ্বারে বসেছো বলে
জানাই সালাম প্রীতি।।
স্বাগতম স্বাগতম স্বাগতম ।।
ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে
অনলাইন ব্যাংকিং বাস্তবায়নে
অগ্রণীকে দিয়েছো নতুন গতি
হে প্রাণের অতিথি
এসেছো বলে, দ্বারে বসেছো বলে
জানাই সালাম প্রীতি।।
স্বাগতম স্বাগতম স্বাগতম ।।
মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে
বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি নিয়ে
সাজাবো ব্যাংকটাকে করলাম পণ
গড়বোই বঙ্গবন্ধু ভবন।।

(গানটি ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মহোদয় এবং সুকান্তি বিকাশ সান্যাল (মহাব্যবস্থাপক/অব.) মহোদয় কর্তৃক সম্পাদনকৃত এবং বঙ্গবন্ধু কর্নারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পরিবেশিত)

ভয়কে করো জয়

সুপ্রভা সাঈদ

জরা-জীর্ণ, রোগ শোক
কোন কিছুতেই নেই পেতে ভয়।
যেটা হবার সেটা হবে,
যেন সেটাই মঙ্গলময়।
তাই করোনাকে আর
করি না যেন ভয়
সৃষ্টিকর্তা যদি দয়া করেন
হবে না কিছুতেই পরাজয়।
রোগ তো রয়েছে
হাজারে হাজার
শুধু করোনা কে ভয়?
সেটা কেন হচ্ছে সবার?
কত রোগেই মরছে মানুষ
প্রতিদিন প্রতিক্ষণে
সেদিকে নেই খেয়াল কারও
শুধু কোভিড-১৯ কেনো মনে !
সকলে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলো
অনেক রোগেরই হবে বিনাশ
অনাচার থেকে বাঁচো-
অন্যকেও দাও স্বস্তির আশ্বাস
করোনা যেন ভয়ানক আতংক
কিছু মানুষকে করল বিবেকহীন
ভুলে গেল তারা কর্তব্য ও ভালবাসা
একেবারেই যেন মনুষ্যত্বহীন।
হায়রে মা-বাবা-সন্তান
কখনও হয় কি পর?
মায়ের সাথে নাড়ীর সম্পর্ক
আর বাবা ছায়া, মাথার উপর।
করোনা কি তবে দেখালো
শেষ বিচার দিনের রিহার্সেল
সেই কঠিন দিনে কেউ থাকবে না পাশে
সবাই হবে সবার পর।
সুতরাং, করোনাকে কোরো না ভয়
করো ভয় সৃষ্টিকর্তায়
যিনি দয়া করলেই কেবল
সকল ভয়কে করতে পারবে জয়।

সহকারী মহাব্যবস্থাপক ও অনুষদ সদস্য, এবিটিআই

লৌকিক স্ফূরণ

মো. মফিজুল হক

উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত কলঙ্ক মাথায় নিয়ে
যখন ঘুম ভেঙেছিল
তখন কি এত সহজে ভাবতে পেরেছিলাম-
একটা নিজস্ব ভাষা হবে?
একটা স্বাধীন দেশ হবে?
একটা সার্বভৌম সংস্কৃতি হবে?
হাসতে পারবো?
কাঁদতে পারবো? নিজের মতো করে?

এক সময় যা ভাবতে পারিনি
আজ তাই হয়েছে।
ভাষা হয়েছে, দেশ হয়েছে, সংস্কৃতি হয়েছে।
এখন ইচ্ছা করলেই- যা ইচ্ছা তাই বলতে পারি;
গাইতে পারি বেসুরো গান,
নিজের মতো বাইতে পারি লক্ষ কোটি অচিন তরী।

অনেক কষ্ট, অনেক সাধনায়;
অনেক পরিশ্রম, সীমাহীন ত্যাগের ফসলে
সহস্র বছরের অগোছালো ভূভাগ এখন স্বাধীন।
ইচ্ছার আকাশ চাইলেই সম্প্রসারিত করে
টেনেটুনে অক্ষরেখা বরাবর টাঙিয়ে দিতেও পারি।

অথচ এতটা সহজ ছিলো না চলার এই পথ
এতটা মসৃণ ছিলো না যাত্রা পথের নকশা।
দেয়ালে টাঙানো পথের যে চিত্র দেখা যায়
চলতে গেলে এই নকশাটাও একটা দ্বিধায় ফেলে দিয়েছিল;
এখানে ওখানে শত্রুর ছোবল
আশপাশে ওৎ পেতে থাকা শত্রুর হাতে শক্তিশালী অস্ত্র;
তবুও অস্ত্রের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে
প্রশিক্ষিত সেনার সামনে অবলীলায় বলে গেছি
এই দেশ আমার, এই মাটি আমার,
এই আকাশ আমার, এই ভূখন্ড আমার;
শোন হে বর্গীর দল, শুধু তোমরা আমার নও।'

যতটা সহজে বলছি আজ, ততটা সহজ ছিলো না বলা
যতটা স্থির বুদ্ধি আজ বুকের ভেতর টগবগ করে,
ততটা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় আমরা দিয়েছি বহুকাল!
মানুষ চিনতে ভুল করেছি,
লক্ষ্য স্থির করতে ভুল করেছি,
তবুও লোড করা রাইফেলের সামনে দাঁড়িয়ে
বিরোধিতা করার জন্য কতটা সাহস দরকার?
কতটা সাহসের স্ফুলিঙ্গ বুক হতে বেরিয়ে এলে
স্বাধীনতার কথা বলে ফেলা যায়?

বলে দিয়েছি সেদিন
দেখিয়ে দিয়েছি কোটি মানুষের সামনে;
সামনে লাখো জনতা
দৃশ্যের আড়ালে শত কোটি উৎসুক চোখ
খবরের কাগজের পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায় অঙ্কিত কথার মানচিত্রে
চিরাচরিত বিনয়ী হুংকার -
'সকল ন্যায্য কথা মেনে নেবো,
তাই বলে অধিকার ছেড়ে দেবো না।'

উত্তরাধিকারে প্রাপ্ত পাচাটা সহাবস্থান ছেড়ে
যখন মাথা তুলে দাঁড়ালো মানবিক অধিকার,
ছাত্রাবাসের কোণায় কোণায় পোস্টারের স্লোগানে আগুন
সেই যে জ্বললো আগুন, তারপর-
আগুন হলো অধিকার আদায়ের দৃপ্ত শপথ।
আগুন জ্বললো রাজপথে
আগুন জ্বললো জেলখানায়
আগুন জ্বললো অফিস আদালতে, সবখানে।

সেই দৃপ্ত কণ্ঠের জাদুকরী টানে
অধিকার আদায়ের মিছিল হয়ে গেলো গণবিস্ফোরণ
মিছিলের অগ্রভাগে চেনা অচেনা মুখ
মধ্যিখানে ঘরহারা কৃষকের উন্মোচিত মুষ্টিবদ্ধ হাত
শেষভাগে ঘামে ভেজা কিশোর, বৃদ্ধ, তরুণ;
সকলের চোখে স্বাধীনতার নেশা,
নেশাগ্রস্ত সেই জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে যে বলতে পারে,
'এবারের সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম।'
সেই তো বীর,
সহস্র বছর ধরে ঘুমন্ত জনতার জাগরণের মুখচ্ছবি।

স্বাধিকার যখন বেঁচে থাকার অধিকারে রূপান্তরিত হয়
ভাষার অধিকার যখন ভাতের অধিকারের সাথে মিশে যায়
তখন যুদ্ধ হয়ে যায় বাঁচার মূলমন্ত্র।
বঞ্চিতদের মধ্য হতে একটা সাহসী মুখ উঠে এসে
যুগে যুগে ইতিহাস রচনা করে যায়
বিশ্ব ইতিহাসের অংশ হয়ে বেঁচে থাকে
তাদের কখনো মৃত্যু হয় না,
যতদিন উত্তর গোলার্ধ, দক্ষিণ গোলার্ধ ঠিক থাকে
তারা ততদিন ঠিক বেঁচে থাকে।
একটা রাষ্ট্রের আনাচে-কানাচে জাগ্রত থাকে সেই নাম
যেখানেই বাধাবিপত্তি, সেখানেই অগ্নিমিছিল হতে উচ্চারিত হয়
'দাবিয়ে রাখার অস্ত্রশস্ত্র তোমার হাতে,
আমরা বীর, কতদিন তুমি থামিয়ে রাখবে,
ওসবে কিছু যায় আসে না, আমার ক্ষতি কী তাতে!'

স্বাধীনতার নেশাগ্রস্ত যুবক, দেশে বারবার আসে না;
সবাই ভালোবাসি বললেও, অনেকেই ভালোবাসে না।

সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, রিকনসিলিয়েশন ডিভিশন

মা

২০১৩ সন। প্রচন্ড রকম ব্যস্ত আমি। সিএ আর্টিকেলশিপ চলে তখন। সে বছরটা থেকে 'সিনিয়র' হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। ৯-৫ টা অডিট করছি, কখনো কখনো অতিরিক্ত সময়ও দিচ্ছি। সন্ধ্যায় টিউশনি, পড়াশুনা। তাই শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটির দিনটা পেলেই ঈদের দিন মনে হতো। মে-জুন মাসের দিকের কথা, আম্মুর স্বাস্থ্য ভালো যাচ্ছিল না। খাওয়া-দাওয়া করতে পারছিল না। পরীক্ষা করে জানা গেলো পিত্তথলিতে পাথর। অপারেশন করতে হবে। ডাক্তার বললেন মাইনর অপারেশন। ১৫-২০ মিনিটে হয়ে যাবে। কিন্তু আমার কাছে, আম্মুর কাছে অপারেশন মানেই ভয়। হোক মাইনর বা মেজর। অনেক সাহস করে অপারেশন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো ২৬ জুন, বুধবার। এমনিতেই ফার্মে কাজের খুব চাপ, ছুটি পেলেও সেটা নো ওয়ার্ক নো পে হিসেবে। কিন্তু অবাক করার বিষয়, আম্মুর অপারেশনের জন্য একদিন ছুটি চাইলাম, সাথে সাথেই মঞ্জুর। ঐ দিনের এলাউন্স কাটবে না জানালো।

আম্মুকে নিয়ে আব্বু, আমি, মামা, মামী, খালাম্মা, খালু সকালে রয়েল হাসপাতালে উপস্থিত হই। বেলা ১১টার দিকে আম্মুকে অপারেশন থিয়েটারে নেয়া হলো। ভয় আর উৎকণ্ঠায় গলা শুকিয়ে আসছিলো বারবার। একবার ঘড়ির দিকে তাকাই, আরেকবার অপারেশন থিয়েটারের দিকে। ১২ টার কিছু পরে আম্মুকে ওটি থেকে কেবিনে দেয়া হলো। জ্ঞান তখনো আসে নাই। ডাক্তার অপারেশন সাকসেসফুল বললেও জ্ঞান না ফিরা পর্যন্ত দুশ্চিন্তা কাটছিলো না। বিকাল প্রায় ৪ টার দিকে অল্প অল্প করে যখন জ্ঞান ফিরছিলো, তখনো চোখ মেলে পুরোপুরি না তাকাতেই তার প্রথম জানতে চাওয়া "জিয়া, খাইছো?" আহা! এরকম পরিস্থিতিতেও আমাকে নিয়ে তার দুশ্চিন্তা। আমি খেয়েছি কি না। এই যে একটা অনুভূতি, সন্তানের প্রতি মায়ের যে টান, ভালোবাসা, এটা ডিজিটাল কাগজে কলমে লিখে বোঝানো অসম্ভব। এই হলো মা, যিনি কখনোই নিজের কথা ভাবেন না। সবসময়ই নিঃস্বার্থভাবে সন্তানের কথা ভাবেন। সন্তানের কথা ভেবে সারাটা জীবন কষ্ট করেন।

'মা গো মা, ও গো মা,
তোমার মতো কেউ না।'

মো. জিয়া উদ্দিন, সিনিয়র অফিসার (অডিটর), অডিট কমপ্লায়েন্স ডিভিশন (ইন্টারনাল)

স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া

ব্যাংকিং পেশায় করোনা সচেতনতা

করোনা ভাইরাস (COVID-19) একটি মারাত্মক সংক্রামক রোগ যা চীনের উহানে প্রথম সনাক্ত হয় ২০১৯ এর ডিসেম্বরে। বর্তমানে এটি বিশ্বের প্রায় সকল দেশে অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে প্রাথমিকভাবে COVID-19 এর মতো উচ্চ সংক্রমনশীল ভাইরাসকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না হলে বাংলাদেশের ন্যায় ঘনবসতিপূর্ণ দেশের স্বাস্থ্য ও আর্থিক খাতে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে।

ব্যাংকিং খাত দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। করোনা ভাইরাসের কারণে এই ব্যাংকিং খাতের সেবা সংকটের মুখে পড়ছে । কিছু ব্যাংকিং কর্মকান্ড করোনা ভাইরাস ছড়ানোর ক্ষেত্রে দায়ী হতে পারে বলে শঙ্কা রয়েছে। বিশেষ করে পুরনো নোট, ক্যাশ কাউন্টারে ও এটিএম বুথের মাধ্যমে করোনা ভাইরাস বেশি ছড়িয়ে পড়তে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ফলে ব্যাংক খাতের কর্মীদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। এক্ষেত্রে ব্যাংকিং পেশার বিশেষ করে ক্যাশ বিভাগের সাথে জড়িত কর্মকর্তাগণ উচ্চ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে নগদ টাকার লেনদেন ও অফিস করার বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিসিএম সার্কুলার নং-১/২০২০, তারিখ ২২-৩-২০২০ এবং বিআরপিডি সার্কুলার নং-৮, তারিখ ২২-৩-২০২০ এর প্রেক্ষিতে অগ্রণী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের ব্রাঞ্চ অ্যান্ড সাবসিডিয়ারিজ ইউনিট/কন্ট্রোল ডিভিশন এর নির্দেশ পরিপত্র নং-বিএসইউসিডি/২৫/২০২০, তারিখ ২৩-৩-২০২০ এর মাধ্যমে COVID-19 এর সংক্রমণ প্রতিরোধকল্পে এবং নিরাপদ ক্যাশ ব্যবস্থাপনায় ব্যাংকারদের করণীয় সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

- সকল শাখার ক্যাশ কাউন্টারে কাজ করার সময় ক্যাশ

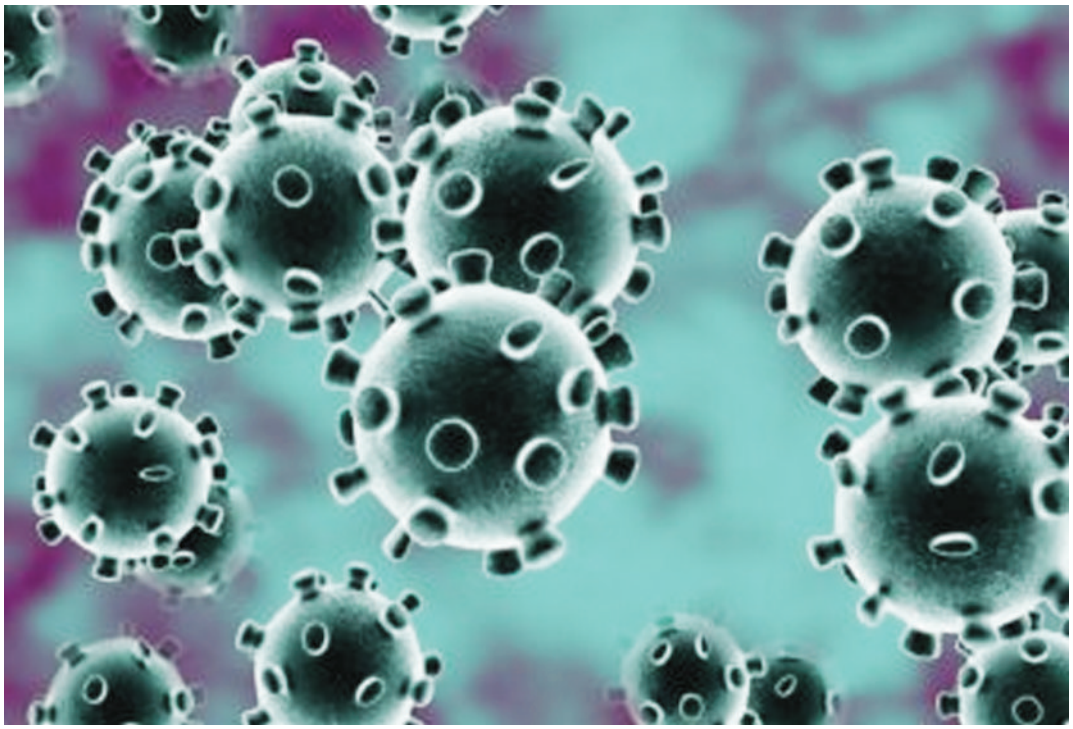

কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ মুখে মাস্ক ও হাতে গ্লাভস পরিহিত অবস্থায় জনসাধারণ/গ্রাহকের নিকট হতে অর্থ গ্রহণ ও প্রদান করবেন এবং নোট গণনা/নাড়াচাড়ার পর হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার/সাবান দিয়ে হাত ধুবেন।

- নগদ অর্থ নাড়াচাড়ার পর তার নিজ হাত জীবাণুমুক্তকরণের পূর্বে কোনভাবেই হাত দিয়ে অফিসের অন্য কোন জায়গা স্পর্শ করবেন না যেখানে অন্যদেরকেও স্পর্শ করতে হয়।
- ক্যাশ বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ ব্যতিরেকে ব্যাংক শাখার অন্য কোন কর্মকর্তা ক্যাশ কাউন্টার/ভল্ট এলাকায় প্রবেশ করবেন না। যদি কোন বিশেষ প্রয়োজনে প্রবেশ করতে হয়, তাহলে ক্যাশ কাউন্টারে প্রবেশ ও প্রস্থানের পূর্বে তাকে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার বা সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিতে হবে।

> সকল শাখার ক্যাশ কাউন্টারে কাজ করার সময় ক্যাশ কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ মুখে মাস্ক ও হাতে গ্লাভস পরিহিত অবস্থায় জনসাধারণ/গ্রাহকের নিকট হতে অর্থ গ্রহণ ও প্রদান করবেন এবং নোট গণনা/নাড়াচাড়ার পর হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার/সাবান দিয়ে হাত ধুবেন।

- নগদ লেনদেনের উদ্দেশ্যে ব্যাংক শাখায় আগত জনসাধারণ ও গ্রাহকগণ যাতে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার/সাবান দিয়ে হাত ধৌত করতে পারেন, সে বিষয়ে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
- ব্যাংকের প্রতিটি ফ্লোরে পর্যাপ্ত সংখ্যক হ্যান্ড স্যানিটাইজার, ঢাকনাযুক্ত ডাস্টবিন ও টিস্যু পেপার রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ব্যাংক সমুহের শাখা পর্যায়ে প্রয়োজনীয় হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মাস্ক ও হ্যান্ড গ্লাভস সরবরাহের জন্য দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনায় আপাতত নগদ উত্তোলনের পরিবর্তে চেক প্রদান, মানি ট্রান্সফার বা অনলাইন ব্যাংকিংসহ অন্যান্য ব্যাংকিং ইনস্ট্রুমেন্ট ব্যবহারের জন্য গ্রাহককে উৎসাহিত করতে হবে।
- ব্যবহৃত হ্যান্ড গ্লাভস ও মাস্ক প্রতিদিন সাবান দিয়ে ধৌত করা অথবা সম্ভব হলে ওয়ান টাইম হ্যান্ড গ্লাভস/মাস্ক ব্যবহার করতে হবে।
- সোস্যাল ডিসট্যান্সিং সংক্রান্ত WHO এবং IEDCR প্রদত্ত গাইডলাইনস যথাযথ পরিপালন করে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।
- ব্যাংকিং কার্যক্রম ব্যতীত দর্শনার্থী/সাক্ষাৎ প্রার্থীদের ব্যাংকে আগমন নিরুৎসাহিত করা হবে।
- ব্যাংকে সকল প্রকার সেলস্/মার্কেটিং কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারে উৎসাহিত করা।
- ব্যাংকের মুদ্রা বিনিময়, স্থানান্তর এবং Sorting এর জন্য নির্দিষ্ট স্থান বরাদ্দ রাখা এবং উক্ত স্থান সমুহ Sterilize নিশ্চিত করা।
- এছাড়াও অন্যান্য প্রয়োজনীয়/জরুরী সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যা এখানে উল্লেখ করা হয়নি।

প্রতিবেদক- মোহাম্মদ শাকির হোসেন খান
প্রিন্সিপাল অফিসার, স্পেশাল স্টাডি সেল

স্মৃতির আরকাইভস

স্মৃতিময় অগ্রণী ব্যাংক আরকাইভস থেকে

উৎস: অগ্রণী দর্পণ, জানুয়ারি ১৯৮১ সংখ্যা

অগ্রণী ব্যাংকে ১৯৭৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত 'অগ্রণী দর্পণ' নামে একটি ঘরোয়া ত্রৈমাসিক পত্রিকা নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে। সেই সময়ে অগ্রণী পরিবারে সদস্যদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও পেশাগত জীবনের এক চমৎকার সম্মিলন ঘটেছিল এই অগ্রণী দর্পণ পত্রিকায়। ব্যাংকে এটি ছিল নিজেরদেরকে দেখার এক অবাক আয়না। পুরনো দিনের অগ্রণী দর্পণ এর সেই সব সংখ্যার সাদা-কালো স্মৃতির অ্যালবাম থেকে ধারাবাহিকভাবে কিছু বিষয় তুলে আনা হবে ই-অগ্রণী দর্পণে। বর্তমান সংখ্যায় অগ্রণী দর্পণের ওই সময় প্রকাশিত অগ্রণী ব্যাংকের একটি বিজ্ঞাপন পুনঃমুদ্রিত হল। বিজ্ঞাপনটি প্রচারে ছিল যথেষ্ট মুন্সিয়ানা। নিম্নের বিজ্ঞাপনটি পাঠকের সামনে উপস্থাপন করা হল যা অগ্রণী দর্পণ -এর জানুয়ারি ১৯৮১ সংখ্যায় প্রকাশিত অগ্রণী ব্যাংকের স্কুল ব্যাংকিং সার্ভিস সংক্রান্ত।

সংগ্রাহক: মো. মাহমুদুল হক, প্রিন্সিপাল অফিসার,
স্পেশাল স্টাডি সেল

ফটোগ্যালারি

মুজিব জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে শোকাবহ আগস্ট মাসে অগ্রণী ব্যাংকের প্রতিটি শাখায় ১০টি করে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির ছবি

অগ্রণী ব্যাংক ভবনের সম্মুখে বৃক্ষরোপণ করছেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম

খুলনার তেরখাদা শাখায় গ্রাহকের মাঝে গাছের চারা প্রদান

সিলেটের গোডাউন বাজার শাখা প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ করছেন সিলেট পূর্ব অঞ্চলের অঞ্চল প্রধান

দিনাজপুরের হাকিমপুর শাখা প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ

ধন্যবাদ

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড
Agrani Bank Limited
Committed to serving the nation

www.agranibank.org